ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর

জীবন-চরিত

তদীয় শিষ্য

মহন্ত মহারাজ সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী

প্রণীত

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

(ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন চরিত)
(BRAJABEDEHI MAHANTA MAHARAJ SRI 108 SWAMI RAMDAS KATHEABABAJEER JEEBAN CHARIT)

● প্রকাশক ঃ

মহন্ত বৃন্দাবনবিহারীদাস

● একাদশ সংস্করণঃ ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবার তিরোভাব দিবস ২৯ শে পৌষ ১৪০৯ (ইং ১৪ই জানুয়ারী ২০০৩)

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান

কাঠিয়াবাবার আশ্রম
পোঃ - সুখচর,
জেলা ঃ- ২৪ পরগণা (উঃ)
পিন ঃ- ৭০০ ১১৫

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী,
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

বিবেক ভারতী
১২সি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কোলকাতা - ৭০০ ০৭৩

● প্রচ্ছদ ঃ রবি দত্ত

● মুদ্রণ ঃ নবেন্দু দত্ত কর্তৃক চয়নিকা প্রেস
১নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯
হইতে মুদ্রিত।

দক্ষিণা ঃ ৪৫.০০ টাকা

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

॥ প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন ॥

এই গ্রন্থ কেবল আমার গুরুভ্রাতা সকলের এবং আমার বিশেষরূপে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ধর্মবন্ধুদের হস্তে পাঠের নিমিত্ত অর্পণ করিব বলিয়া প্রথমে আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কারণ সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থের বিবৃত ঘটনাবলীর সত্যতা বিষয়ে সম্যক্ আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন কিনা তদ্বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থের হস্তলিপি পাঠ করিয়া আমার অনেক বিজ্ঞ বন্ধু এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এক্ষণকার কালের অবস্থানুসারে এই গ্রন্থপাঠে সর্বসাধারণেরই উপকার হইবার সম্ভাবনা। তাহাদের অনুরোধ অনুসারে আমি এই গ্রন্থ সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি ইহা পাঠে আর্যঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে কিঞ্চিৎ পিপাসা জনসমাজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হইয়াছে বিবেচনা করিব।

শ্রীধামবৃন্দাবন, শ্রীনিম্বার্কাশ্রম
১৪ই পৌষ, ১৩২২ সন

শ্রীতারাকিশোর শর্মা চৌধুরী

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

।। একাদশ সংস্করণে প্রকাশনার নিবেদন ।।

প্রায় শতবর্ষব্যাপী যে গ্রন্থখানি সাধু, ভক্ত ও সুধী সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে তাঁহার একাদশ সংস্করণ প্রকাশনায় অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছি। এই গ্রন্থটি শ্রীশ্রী সন্তদাসজী মহারাজ প্রণীত একটি অসাধারণ দুর্লভ গ্রন্থ। তাঁহার সদগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজীর জীবন চরিত রচনায় তাঁহার দৃষ্টির গভীরতা, ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিরলদৃষ্ট। সাধারণত জীবন চরিত রচনার ক্ষেত্রে ভাবালুতা ও অতিরঞ্জন প্রায় সর্বত্র লক্ষিত হয় কিন্তু পরমভক্ত ব্রহ্মবিদ্, দাদাগুরুজী তাঁহার রচনায় শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজীর যে অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তি নির্ভর এবং প্রামাণ্যতার সহিত রচিত। এই সিদ্ধ মহাপুরুষের সাধক চরিত্রের নানাদিক তিনি যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার আন্তরিক অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রসন্ন আলোকে উজ্জ্বল, ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

উপযুক্ত গ্রন্থটির জন্য সর্বসাধারণের অধীর আগ্রহকে দেখেই এই একাদশ সংস্করণের সফল প্রয়াস। ভক্তসাধক ও সন্তচরিত্রানুরাগীদের ঐকান্তিক কল্যাণকামনায় যথাযথ সংশোধিত পরিমার্জিত এই সংস্করণ। একাদশ সংস্করণে ১৯২ থেকে ১৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ শুদ্ধি সংযোজিত হইল।

ইতি--

নিবেদক

ডঃ বৃন্দাবনবিহারী দাস

মহন্ত

কাঠিয়াবাবার আশ্রম

পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা (উঃ) পঃ বঃ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ওঁ শ্রী গুরুবে নমঃ

প্রথম অধ্যায়

বাল্য

শ্রীশ্রীযুক্ত গুরুজী মহারাজ কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের বৃত্তান্ত সময় সময় যেরূপ বলিয়াছেন তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে।

অমৃতসর হইতে আনুমানিক বিশ ক্রোশ দূরে লোনাচামারি গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা গুরুব্যবসায়ী অতি সম্মানিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি তাঁহার তৃতীয় পুত্র ছিলাম। আমার মাতা তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে আমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। ("উন্‌কা বড়া ভারি মোহ থা হামারি উপর" "সব্‌সে জিয়াদা মোহ থা")। আমার পিতার ৩/৪ টি মহিষ ছিল, তিনি দশ সের দুধ প্রত্যহ পান করিতেন এবং আমরাও প্রত্যেকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতাম। আমার মাতা অতিশয় ভাল মানুষ লোক ছিলেন এবং অতিথি-সৎকার অতি প্রেমের সহিত করিতেন।

আমাদের গ্রামে আমার পিতার বাড়ীর অতি নিকটে এক পরমহংস বাস করিতেন; তাঁহার নিকটে আমি সর্বদাই যাইতাম, তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিতে প্রত্যহ গ্রামের লোকসকল যাইত এবং সকল শ্রেণীর লোক—ধনী, দরিদ্র, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক এবং পুরুষলোক—সকলেই তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিত। আমি ইহা প্রত্যহ দেখিতাম এবং মনে করিতাম যে, এই পরমহংস বাবাজী সংসারের সকলের অপেক্ষা বড় এবং তাঁহাকে আমি মনে মনে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। আমার যখন

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

চারি বৎসর বয়ঃক্রম, তখন এক দিন আমি পরমহংসজীর নিকট একাকী বসিয়া আছি এবং স্নেহের সহিত তিনি আমার সহিত নানা কথা কহিতেছেন, এমন সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম; "বাবাজী মহারাজ, এই পৃথিবীতে (দুনিয়ামে) আপনি সকলের চেয়ে বড়, সকলে আসিয়া আপনার পায়ে মাথা অবনত করে; আমি জিজ্ঞাসা করি আপনি কিরূপে কি করিয়া এইরূপ বড় হইলেন, আমাকে বলুন, আমিও তদ্রুপ করিব।" পরমহংসজী হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি সর্বদা রাম নাম করি, রাম নামই আমাকে এমন বড় করিয়াছে, তুমি সর্বদা মনে মনে এই রাম নাম কর, তবে তুমিও এইরূপ বড় হইতে পারিবে।" আমি বলিলাম, "মহারাজ, রাম নাম করিলেই এমন বড় হয়! তবে আমি রাম নাম করিব।" আমি সেই অবধি সর্বদা মনে মনে রাম নাম জপিতে লাগিলাম এবং পরমহংসজীর নিকট গেলে সময় সময় তিনিও আমাকে রাম নাম করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

আমার পিতার ৩/৪ টি মহিষ ছিল। আমার বয়স ৫/৬ বৎসর হইলে আমি দিনের বেলায় অনেক সময় বাড়ীর নিকটে ঐ সকল মহিষ চরাইতাম। আমার সাত বৎসর বয়সে এক দিন দুই প্রহরের পর আমি আমার পিতার মহিষ চরাইতেছি, এমন সময়ে একজন সাধু হঠাৎ আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন; আমি তাঁহার শরীরে প্রভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম; তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বাচ্চা, হাম্‌কো কুছ্ খিলাওগে?" আমি বলিলাম, "হাঁ খাওয়াইব, তুমি এখানে বসিয়া আমার মহিষ দেখ, দেখিও আমার মহিষ যেন কোথাও চলিয়া না যায়', আমি ঘরে যাইয়া ঘর হইতে তোমার জন্য খাবার লইয়া আসিব।" সাধু বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে, আমি তোমার মহিষ দেখিতেছি, তুমি আমার জন্য খাবার লইয়া আইস।" তখন আমি ঘরে যাইয়া দেখিলাম যে আহারান্তে আমার পিতামাতা সকলে শয়ন করিয়া আছেন। আমি তখন তাঁহাদিগকে না জাগাইয়া নিজে একাকী ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং নিজের ইচ্ছামত অনেক করিয়া ঘৃত, চিনি ও ময়দা ভাণ্ডার

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হইতে লইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইলাম। সাধু দেখিয়া খুব প্রসন্ন হইলেন এবং ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অতি প্রসন্ন বদনে আমাকে বর দিলেন, "বাচ্চা, তুম্ যোগিরাজ হোগে।" আমি বলিলাম, "আমার পিতামাতা আছেন, ঘরদরজা আছে, আমার মহিষ আছে, আমি রোজ পাঁচ সের দুগ্ধ খাই, আমি কেমন করিয়া যোগিরাজ হইব?" সাধু বলিলেন, "বাচ্চা, হামারা বচনসে তুম্ জরুর যোগিরাজ হো যাওগে।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বোধ করিলাম, আমার সংসার ছুটিয়া গেল, আমার পিতামাতা, গৃহ, মহিষ প্রভৃতি সকলে প্রতি আসক্তি ছিন্ন হইয়া গেল। আমি জানিলাম, গৃহস্থাশ্রম আমার জন্য নহে; কিন্তু কাহাকেও প্রকাশ করিয়া কিছু বলিলাম না।

ইহার অল্প দিবস পরে আমার উপনয়ন হইল। উপনয়নের পর শাস্ত্রাধ্যয়নের নিমিত্ত ভিন্ন গ্রামে কোন বিখ্যাত পণ্ডিত গুরুর নিকটে আমার পিতা আমাকে প্রেরণ করিলেন। সেই পণ্ডিত গুরুর পুত্র ছিল এবং অনেক ছাত্র ছিল; আমি কিছুদিন তাঁহার নিকট থাকিতে থাকিতে তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এমন কি অবশেষে আমার প্রতি তিনি এত স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে, অপর ছাত্রেরা অনেকেই তন্নিমিত্ত ঈর্ষা-পরবশ হইল। আমি দুই একবার দেখিলেই আমার নিয়মিত দৈনিক পাঠ অভ্যস্ত হইয়া যাইত; তৎপর অপর বালকদের সহিত পড়ায় অথবা খেলায় যোগ না দিয়া আমি মালা হাতে করিয়া বসিতাম এবং আমার বাল্যকালে পরমহংসজী যে রাম নাম করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই রাম নাম ঐ মালায় জপ করিতাম। পণ্ডিতজীর পুত্র ও অপর বালকেরা এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া আমার গুরুজীর নিকটা আমার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিল, "আপনি ইহাকে অতিশয় ভালবাসেন ও ভাল বলেন, কিন্তু আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন এ কখনও পুস্তক হাতে করে না, কেবল সমস্ত দিন মালা টপকায়।" পণ্ডিত গুরুজী তখনই আমাকে ডাকাইলেন এবং তেজের সহিত আমাকে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, তুমি লেখাপড়া কিছু কর না, কেবল মালা টপকাও, ইহা কি সত্য? সকল ছেলেরা তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছে।" আমি জোড়হাত করিয়া বলিলাম, "মহারাজ, আমি পাঠ অভ্যাস করিয়াছি, আমি পড়ি নাই এ কথা সত্য নহে।" তখন পণ্ডিত গুরুজী আমার পুস্তক আনাইয়া আমার পাঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ঠিক ঠিক উত্তর করিলাম; তাহা দেখিয়া তিনি খুব প্রসন্ন হইলেন এবং অন্য বালকদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমরা মিথ্যাবাদী; সে তাহার পাঠ অভ্যাস করিয়াছে, পাঠ অভ্যাস করিয়া মালা জপ করিলে তাহাতে দোষ কি?"

সেই অবধি পণ্ডিত গুরুজী আমাকে আরও অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। আমি তখন আরও উৎসাহিত হইয়া অল্প সময়েই নিজের দৈনিক পাঠ শিক্ষা করিয়া লইতাম এবং তৎপরে পূর্ণ মনে মালা লইয়া রাম নাম জপ করিতাম। এইরূপে ৮/৯ বৎসর গুরুগৃহে আমার কাটিয়া গেল। আমি ব্যাকরণ শাস্ত্র (সারস্বত), জ্যোতিষ শাস্ত্র (হোরাচক্র প্রভৃতি) এবং কিছু স্মৃতিশাস্ত্র, বিষ্ণুর সহস্রনাম প্রভৃতি পাঠ করিলাম। অবশেষে আমার পণ্ডিত গুরুজী আমাকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতে দিলেন। গীতা পাঠ আরম্ভ করিয়া আমি বোধ করিতে লাগিলাম, যেন আমার প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। গীতা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর হইল। আমি পূর্ণ মনে নিত্য ইহা অভ্যাস করিতে লাগিলাম। অতঃপর গীতা অধ্যয়ন যখন আমার সমাপ্ত হইল, তখন আমার পণ্ডিত গুরুজী আমাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি করিলেন। আমার গুরু-গৃহবাস সমাপন হইয়াছে জানিয়া, আমি গুরুজী ও অপরাপর সকলকে যথাবিহিতরূপে অভিবাদন করিয়া আমার অধীত গ্রন্থসকল একত্রে বাঁধিয়া, পৃষ্ঠের উপর লইলাম, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা আমার এতই প্রিয় ছিল যে, ঐ গীতা গ্রন্থ আমার বক্ষের উপর রাখিয়া তাহা বস্ত্র দ্বারা শরীরের সহিত বন্ধন করিয়া গুরু-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতৃভবনে উপস্থিত হইলাম।

ইতি প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ন্যাস

পাঠ সমাপনান্তে আমি পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে আমার পিতা আমাকে বিবাহ করাইবার নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিলেন। আমি বলিলাম, "আমি বিবাহ করিব না; আপনার অপর সকল পুত্র, যাঁহারা অবিবাহিত আছেন তাঁহাদের বিবাহ করান।" তদনুসারে পিতা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলের বিবাহ করাইলেন। আমি প্রথমে গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করিলাম। আমাদের গ্রামের অন্ত-ভাগে একদিকে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল, ঐ বৃক্ষটি আমার পিতার বাটীর নিকটেই ছিল। আমি গায়ত্রী মন্ত্রে শাপ, শাপ-উদ্ধার ও কবচ প্রভৃতি যথাবিধি শিক্ষাপূর্বক ঐ বটগাছতলায় বসিয়া যথাবিধানে ঐ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। সওয়া লক্ষ জপ পূর্ণ হইলে ঐ মন্ত্র সিদ্ধ হয় জানিয়া আমি ঐ পরিমাণ জপ করিব স্থির করিয়া একান্তমনে ক্রমশঃ জপ করিতে লাহিলাম। যখন আমার এক লক্ষ জপ শেষ হইল, আর পঁচিশ হাজার জপ অবশিষ্ট আছে, তখন হঠাৎ আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম। সেই বাণী আমাকে এইরূপ আদেশ করিলেন, "বৎস, তুমি অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার জপ জ্বালামুখীতে গিয়া সম্পূর্ণ কর, তদ্রূপ করিলেই আমি তোমার সিদ্ধ হইব।"

এই আকাশবাণী শ্রবণানন্তর আমি খুব উৎসাহিত হইলাম এবং সত্বর হইয়া জ্বালামুখীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার সমবয়স্ক একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আমার বড় অনুগত ছিল সেও আমার সঙ্গে চলিল। জ্বালামুখী আমার পিত্রালয় হইতে ৩০/৪০ ক্রোশ ব্যবধান। রাস্তায় যাইতে-যাইতে কোন এক স্থানে গিয়া দেখিলাম যে অতিশয় তেজঃপুঞ্জকলেবর বৃহৎ জটাধারী একজন সাধু তথায় উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি অতি বেগে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিকটে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দণ্ডায়মান হইলাম। তাঁহার দর্শনেই তাঁহার প্রতি আমি এত অনুরাগযুক্ত হইলাম যে, জ্বালামুখী যাইতে আমার ইচ্ছা তিরোহিত হইয়া গেল। আমি সেই সাধু-প্রবরকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলাম, "মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আপনাতে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি আমাকে চেলা করুন।" সাধু প্রসন্ন হইলেন এবং প্রসন্নবদনে আমাকে বলিলেন, "তোমাকে চেলা করিব, তুমি এখানে থাক।" সেই দিবসই আমি মুণ্ডিত হইলাম এবং "বৈরাগ-আশ্রম" গ্রহণ করিলাম। গুরু আমাকে কৃপা করিলেন। আমি তাঁহার কৃপা লাভ করিলে আমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সর্ববিধ নিরানন্দ ঘুচিয়া গেল এবং আমি আনন্দে ভাসিতে লাগিলাম।

আমার সঙ্গে যে আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়াছিল, সে অবাক হইয়া গেল; আমাকে বৈরাগ-আশ্রম গ্রহণ করিতে সে অনেক প্রকার নিষেধ করিয়াছিল, আমি তৎপ্রতি কর্ণপাত না করাতে সে তথা হইতে গৃহে ফিরিয়া গেল এবং আমার পিতামাতাকে সমস্ত সংবাদ বলিল। তাহাতে আমার পিতা এবং অপর কোন কুটুম্ব আমার সেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আমি যে স্থানে গুরুসন্নিধানে ছিলাম, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঘরে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন; তাহাকে আমি বিচলিত না হওয়ায় আমাকে তাঁহারা অতিশয় তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং আমার গুরুদেবকেও এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্রকে প্রলোভন দেখাইয়া বাহির করিয়া লইয়াছেন বলিয়া রাজ-সরকারে যাইয়া আমার পিতা অভিযোগ করিবেন। তখন আমি উত্তর করিলাম যে, "আমি এতক্ষণে নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক নহি; আমি গিয়া বলিব যে আমি স্বেচ্ছাক্রমে মুণ্ডিত হইয়াছি এবং "বৈরাগ-আশ্রম" গ্রহণ করিয়াছি এবং গুরুদেব আমাকে কোন প্রকারে প্রলুব্ধ করেন নাই।" তাহাতে আমার পিতা নিরস্ত হইয়া অতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে আমার গুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

"আপনি একবার আমার পুত্রটিকে ছাড়িয়া দিন, ইহার মাতা ইহার বিরহে অতিশয় আকুল হইয়াছেন, তাঁহাকে একবার দর্শন দিয়া পরে সে আপনার নিকট আসিবে।" আমার গুরুদেব তাহাতে কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা বাচ্চা, সাধুকো একবখত জনম স্থানকো বি দর্শন কর্না চাহিয়ে, সবই ঠোর এক হ্যায় ইস্‌মে কুছ্ দোষ নাহি, তুম ইন্‌কো সঙ্গমে যাও, আপনা জন্ম-স্থানকো চেতাও।" আমি তাঁহার অনুজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পূর্বক পিতার সমভিব্যাহারে পুনরায় জন্মস্থানে প্রত্যাগত হইলাম।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

জন্মস্থানে গমন

পিতার সমভিব্যাহারে জন্মস্থানে আসিয়া আমি বলিলাম, "আমি সাধু হইয়াছি, কাহারও গৃহে বাস করা আমার ধর্ম নহে, সুতরাং আমি গ্রামের বাহিরে একটি বৃক্ষতলে সাধুদিগের পদ্ধতি অনুসারে আসন স্থাপন করিব।" আমার মাতার প্রতি অতিশয় মোহ ছিল সুতরাং তিনি অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আমি সাধু হইয়াছি, তাহা মঙ্গলেরই বিষয়। তোমার এমন করিয়া ক্রন্দন করা উচিত নহে। তুমি যদি এত কাঁদ, তবে আর আমি এখানে থাকিব না।" এইরূপ বলাতে আমার বৃক্ষতলে অবস্থান করায় অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন। আমি যে বটবৃক্ষতলায় গায়ত্রী মন্ত্র পূর্বে সাধন করিয়াছিলাম বলিয়াছি, সেই বৃক্ষতলায়ই আমি আবার আসন স্থাপন করিলাম। গ্রামের সকল লোক আমাকে দেখিতে সেই স্থানে একত্রিত হইলেন। তাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, এক এক বাড়ীতে এক এক

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দিন আমি মধ্যাহ্নে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে যাইব। তাহাতে আমি বলিলাম যে, আমি অপর সকল বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিব, কিন্তু আমার মায়ের বাড়ীতে যাইতে আমি ইচ্ছা করি না, কারণ সেখানে গেলেই তিনি অতিশয় কান্নাকাটি করিবেন। তাহাতে আমার মা গদগদস্বরে আমাকে বলিলেন যে, "আমরা কান্নাকাটি করিব না, সুতরাং তুমি আমাদিগের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবে।" তিনি এইরূপ অঙ্গীকার করাতে অবশেষে আমি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম। তদনুসারে আমি প্রথম দিবস গ্রামের অন্য এক বাটীতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলাম। রাত্রে সেই বটবৃক্ষতলে আমি আপন আসনে সংযতচিত্তে অবস্থিত আছি, এমন সময় হঠাৎ আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া গায়ত্রী দেবী আবির্ভূতা হইলেন। আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার সিদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক জপ তোমাকে করিতে হইবে না, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।" আমি তাঁহাকে যথাবিহিতরূপে অভিবাদন-পূর্বক বলিলাম, "মাতঃ! আমি এক্ষণে সাধু হইয়াছি, আমার সংসার পরিত্যাগ হইয়াছে, কোন বাসনা নাই, এক্ষণে কোন বর প্রার্থনা করিবার আমার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন থাক, এই আমার বর।" তখন দেবী 'এবমস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

অতঃপর পূর্বকথিত নিয়মানুসারে এক এক দিন এক এক বাড়ীতে যাইয়া মধ্যাহ্নে আমি ভিক্ষায় ভোজন করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার মাতার গৃহে যে দিবস উপস্থিত হইলাম, সেই দিবস তিনি আমার অগ্রে ভিক্ষান্ন রাখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, "মাতঃ! এই জন্যই ত পূর্বে তোমার বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিব না বলিয়াছিলাম। তুমি এইরূপ রোদন করিলে আমি কি প্রকারে আহার করিতে পারি?" পরে তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিলাম সত্য, কিন্তু তাঁহার অশ্রুধারা থামিল না। পরে ভোজন সমাপন করিয়া আমি বলিলাম যে, "তুমি এইরূপ করিলে আমি আর তোমার বাড়ীতে কিরূপে আসিতে পারি? আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার এবং তোমার উভয়েরই কল্যাণ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হইবে।" তখন মাতা উত্তর করিলেন, "আচ্ছা বৎস! তোমার কল্যাণ হউক, আমি আর রোদন করিব না, সুতরাং তুমি পালা অনুসারে আসিয়া আমার বাড়ীতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবে।" তৎপরে আমি পুনরায় সেই বটবৃক্ষতলে আমার আসনে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম এবং এইরূপে সেখানে থাকিয়া ভজন করিতাম এবং মধ্যাহ্নে গ্রামের কোন বাড়ীতে পালাক্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতাম। এইরূপে কিয়ৎকাল আমার তথায় গত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর একদিবস আমার পূর্বাশ্রম সম্পর্কে একটিযুবতী ও অতি রূপবতী ভ্রাতৃবধু আসিয়া আমার আসনের নিকট বসিলেন এবং আমার সহিত নানা কথাবার্তায় অনেক কাল কাটাইয়া পরে গৃহে চলিয়া গেলেন। তৎপর দিবস হইতে তিনি প্রত্যহ এইরূপ সন্ধ্যার পরে একাকী আমার নিকট আসিয়া হাস্য, আমোদ-প্রমোদ ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তিনি দুই তিন দিন এইরূপ আসিলে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল; তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি সাধু হইয়াছি, তুমি যুবতী স্ত্রীলোক, নির্জনে রাত্রিকালে আমার নিকট একাকী তোমার আসা উচিত নহে। তুমি যদি কোন ধর্ম প্রসঙ্গ শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে দিনের বেলায় আমার নিকট আসিতে পার, সন্ধ্যার পর আর কদাপি আমার নিকট আসিবে না।" তাহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে দোষ কি? আমি বলিলাম, "না, তুমি কদাপি আসিবে না, দোষ আছে, ইহা সাধুদিগের নিয়ম নহে। আমার কাছে আসিতে ইচ্ছা হইলে তুমি দিনের বেলাই আসিবে সন্ধ্যার পর কদাপি আসিবে না।" তিনি একটু হাসিয়া সেই দিবস বিদায় হইয়া গেলেন; কিন্তু পরদিবস সন্ধ্যার পর রাত্রিতে তিনি আমার আসনের নিকট আসিতেছেন দেখিয়া আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "তোমাকে বারণ করিয়াছি, তথাপি তুমি রাত্রিতে একাকী আমার নিকটে আসিতেছ কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাহাতে দোষ কি?" আমি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া এক ঢিল লইয়া তাঁহার উপরে নিক্ষেপ করিলাম। তাহাতে তিনি বিমর্ষভাবে তথা

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হইতে চলিয়া গেলেন। তৎপরে মনে করিলাম আমি এইস্থানে অনেকদিন রহিয়াছি, একক এখানে আর অধিক দিন অবস্থান করিলে আমার বিপদ ঘটিতে পারে, অতএব এইস্থান এক্ষণে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। সুতরাং আমি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শীঘ্র জন্মস্থান পরিত্যাগ করিলাম। জন্মস্থানের এই আমার শেষ দর্শন। জন্মস্থানে আর আমি কখন প্রত্যাবর্তন করি নাই। এইরূপে সেবার আমি স্ত্রীলোকের আকর্ষণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম। আর একবার আমি এইরূপ স্ত্রীলোকের আকর্ষণে পড়িয়াছিলাম। একদা এক অতি রূপ-যৌবনসম্পন্না রাণীর সহিত আমার ঘটনাক্রমে মিলন হয়। তিনি আমাকে অতি ভক্তিসহকারে সেবা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার সেবা ও ভক্তিতে আমি ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি অলক্ষিতভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। পরে একদিন তিনি নির্জনে আমার নিকট আসিয়া সম্পূর্ণভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি পতিহীনা, শিশুকালে বিধবা হইয়াছি, আপনার প্রতি আমার মন অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনি আমার সহিত এখন হইতে নিয়ত বাস করুন এবং আমার এই রাজ্য সমস্ত ভোগ করুন।" আমার মন পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার এই প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে আমি প্রথম একটু প্রসন্ন হইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই আমার বৈরাগ্য-আশ্রমের কথা আমার স্মরণ হইল; তখন আমার মনকে ধিক্কার দিয়া প্রকাশ্যে বলিলাম, "আমি সাধু হইয়াছি, আমি কিরূপে আমার আশ্রমের অবজ্ঞা করিয়া আপনার সহিত ভোগবিলাস করিতে পারি? অতএব আপনি আমার প্রতি মোহ পরিত্যাগ করুন; আমি স্থানান্তরে যাই।" এই বলিয়া আর বিলম্ব না করিয়া আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম; কিন্তু ঐ রমণীর প্রতি আমার মন অলক্ষিতভাবে পূর্বে আকৃষ্ট হইয়াছিল; রাস্তায় যাইতে যাইতে তাঁহার হাবভাব, ভঙ্গী প্রভৃতিতে আমার স্মরণ হইয়া আমাকে এক একবার উদ্বেগ দিতে লাগিল; আমি কিছুদূর যাইয়া যাইয়া পুনরায় বসিয়া পড়িতে এবং ফিরিয়া তাঁহার নিকট যাইব কিনা

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। অবশেষে ভগবৎ-কৃপায় আমার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, আমি পুনরায় আত্মস্থ হইয়া সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলাম। এই গল্পটি বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা! স্ত্রীলোকের আকর্ষণীশক্তি অতিক্রম করা পুরুষের, বিশেষতঃ যুবা পুরুষের পক্ষে যে অতি দুঃসাধ্য, তাহা আমি এইরূপে অবগত হইয়াছিলাম; ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন জীব ইহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না।"

আর এক প্রকার বিপদে আমি বাল বৈরাগ্যের অবস্থায় একবার পতিত হইয়াছিলাম, তাহা হইতেও ভগবৎ-কৃপায় রক্ষা পাই। ভারতের উত্তরখণ্ডে গঙ্গোত্রীর পাহাড়ের নিকটে একদিন আমি পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, সম্মুখে একটি বৃহৎ উচ্চ প্রস্তরময় পাহাড়; ঐ পাহাড়ের নিম্নভাগে ভূমি-সংলগ্ন একটি স্থানে একটি আলগা প্রস্তরখণ্ড লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইল; আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ঐ প্রস্তরখণ্ডকে ঠেলিয়া সরাইতে চেষ্টা করিলাম, তখন প্রস্তরখানা খসিয়া পড়িল; আমি দেখিলাম ঐ স্থানে একটি গুফার মুখ দেখা যাইতেছে। আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম অতি বৃহৎকায় বহু প্রাচীন সুপক্ক জটাজুটধারী এক পুরুষ তথায় যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার ভ্রূযুগল পরদার মতন হইয়া নীচের দিকে এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় একেবারে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই আস্তে আস্তে গুফা হইতে বাহিরে আসিলাম। তিনিও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বর্হিগত হইয়া আস্তে আস্তে ঐ চক্ষুর্দ্বয়ের আবরণ-স্বরূপ যে চর্ম ঝুলিতেছিল, তাহা হস্তের দ্বারা উত্তোলন করিলেন। তখন তন্মধ্য হইতে তাঁহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় যেন অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে আমার নেত্রগোচর হইল। আমি তদ্দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া মনে করিলাম যে ইনি এক্ষণেই আমাকে ভস্মীভূত করিবেন। কারণ আমি তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছি। তখন সেই বৃহৎকায়পুরুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" আমি

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সভয়ে উত্তর করিলাম, "মহাশয়, আমি আপনার চেলা।" তিনি বলিলেন, "চেলা কিরূপ? আমি যাহা বলিব তাহা তুমি করিতে পারিবে?" আমি বলিলাম, "আপনার কৃপায় করিব।" যে স্থানে আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, সেই স্থানটি ঐ প্রস্তরময় পাহাড়ের এক প্রান্তভাগ। তাহার অতি নিকটে বৃহৎ খাদ, সেই খাদ অন্যূন্যুন ৫০ হাত গভীর। সেই খাদের নিম্নভাগে নক্ষত্রবেগে একটি পার্বতীয় ঝরণার ন্যায় গঙ্গানদী প্রবাহিত হইতেছে। আমি উক্ত প্রকার উত্তর করিলে, সেই বৃহৎকায় অতি প্রাচীন পুরুষ অতি নিম্নে প্রবাহিত সেই গঙ্গাস্রোত আঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি যদি চেলা হও, তবে ঐ স্থানে লাফিয়ে পড়" ("তুম চেলা হোতো উস্‌মে কুদ্ পড়")। আমি ভাবিলাম, যদি না পড়ি, তবে ইনি আমাকে ভস্মীভূত করিবেন, পড়িলেও সম্ভবতঃ মৃত্যুই ঘটিবে। যাহা হউক, ইঁহার আদর্শই প্রতিপালন করিব। এই ভাবিয়া সেই স্থান হইতে অধোদিকে লম্ফ প্রদান পূর্বক গঙ্গাজলে প্রবিষ্ট হইলাম, কিন্তু গঙ্গার বেগে আমি শীঘ্রই জলের উপরে উত্থিত হইলাম। ঐ সঙ্কীর্ণ গঙ্গাস্রোতের উভয় পার্শ্বে বৃহৎ উচ্চ পাহাড় ছিল, সুতরাং তাহাতে অল্প আলোকই লক্ষিত হইত। আমি সেই অন্ধকারময় স্থান দিয়া অতিবেগে গঙ্গার স্রোতে অসহায় ভাবে বাহিত হইতে লাগিলাম। তখন সেই পুরুষ পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়াই স্বীয় যোগবলে হস্তধারণ করিয়া একেবারে আমাকে জল হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আমি এই অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলাম। তিনি আমাকে তখন স্নেহভরে উঠাইয়া বলিলেন, "বৎস তুমি এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান কর, ইহা ঋষিদের তপস্যার ভূমি, তুমি এস্থানে থাকিও না।" আমি তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

বাবা "উত্তরাখণ্ডে" পর্বতাঞ্চলে অনেকস্থানে লুক্কায়িতভাবে এইরূপ প্রাচীন ঋষি সকল আছেন, তাঁহাদের কোন প্রকার অবজ্ঞা করিলে অনেকসময় বিপন্ন হইতে হয়।

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুসন্নিধানে বাস

আমি কিছুদিন পরে আমার পূজ্যপাদ গুরুদেবের সহিত পুনরায় মিলিত হইলাম। তিনি অতি দীর্ঘকায় দীর্ঘ জটামণ্ডিত শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমন্ নাগাজীর দ্বারার (শাখার) আচার্য ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রী (১০৮) স্বামী দেবদাসজী। অযোধ্যা প্রদেশের সমীপবর্তী কোনস্থানে তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তিনি যোগীশ্বর সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি সকলের শির অবনত হইত। তিনি ছয় মাস কাল একাসনে থাকিয়া সমাধিস্থ থাকিতেন।*

যখন সমাধিস্থ না থাকিতেন, তখনও তাঁহার নিদ্রা ছিল না; সেই সময় তিনি গাঁজা ও চরসের ধূম মাত্র সময় সময় পান করিতেন; আর দিনে একবার ধুনী হইতে কিছু বিভূতি লইয়া আমাকে তাহা কাপড়ে ছানিয়া দিতে বলিতেন; ঐ কাপড়ে ছানা বিভূতি নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন করিয়া এক কাষ্ঠের কমণ্ডলুস্থ জলে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন, পরে ঐ বিভূতি ঐ জলে গুলিয়া সেই জল পান করিতেন; কিছুক্ষণ পরে ঐ বিভূতিগোলা জল উদ্‌গার করিয়া এক পাত্রে নিক্ষেপ করিতেন, এবং আমাকে বলিতেন, ইহা তৌল করিয়া দেখ, তুমি যতটুকু আমাকে খাওয়াইয়াছিলে ঠিক ততটুকু বাহির হইয়াছে কিনা। আমি তৌল করিয়া দেখিতাম, ঠিক ততটুকুই বাহির হইয়াছে। সাধারণতঃ এই মাত্রই তাঁহার আহারের ব্যাপার ছিল। আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই জানিতাম। তাঁহার আহার ছিল না বলিয়াছি, কিন্তু দুই একদিন তাহার

---

* যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার গুরুদেবের ৬ মাস কাল সমাধিস্থ হইয়া থাকার কথা বলিতেছিলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবাজী মহারাজ, এই সমাধিতো ভঙ্গ হয়, সুতরাং স্থায়ী নহে। কিন্তু এমন কি অবস্থা নাই যাহা হইতে আর কখনও চ্যুতি হয়

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ব্যতিক্রমও দর্শন করিয়াছিলাম। একদিনের ঘটনাটি এই ঃ— একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "বাবা হামরা কোঠা গরমিসে ভর গিয়া, তুম হামকো কুচ্চ দুধ পিয়াও তো গরমি মিট যায়।" আমি তখন বস্তিতে গেলাম, এবং এক বৃহৎ চপ্‌টা (ডেগ) ভরিয়া বস্তি হইতে আধমণ দুধ আনিয়া ঐ চপ্‌টা (ডেগ) তাঁহার সাক্ষাতে ধরিলাম, এবং করজোড়ে বলিলাম, "মহারাজ দুধ আনিয়াছি আপনার যেমন ইচ্ছা হয় পান করুন।" তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া দুধের চপ্‌টা হাতে করিয়া তুলিলেন এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত দুধ একেবারে পান করিয়া ফেলিলেন। আধমণ দুধ একেবারে পান করিলেন দেখিয়া আমি অবাক হইয়া রহিলাম। কিন্তু তিনি ঐ সমস্ত দুধ পান করিয়া বলিলেন ঃ— "বাবা, হামারা কোঠা কি গরমি কুচ্চ মিটা হ্যায়, বাকী আওরবি বহুত রহ গিয়া, হামকো অউর কুচ্চ দুধ পিলাও।" তখন আমি অবাক হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলাম এবং সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ, তুম্ পরমাত্মা, তুমারি কোঠাকি গরমি দুসরা কোন্ মিটানে শেকতা? হামারি ক্যায়সা সামর্থ্য হোগা তুমারি গরমি মিটানেকি? তুম্ আধমণ দুধ একসঙ্গে পিলিয়া, ইস্‌সে বি তোমারি গরমি মিটা নেই কহতো হো, আউর হ্যাম ক্যায়সা করেঙ্গে? তিনি হাসিয়া বলিলেন "নেই নেই বাচ্চা, আউর কুচ্চ দুধ লেআও, তুম যো লে আওগে উস্‌সে হামারি কোঠাকি গরমি মিট যায়গা।" তখন আমি

না? ইহার যখন ভঙ্গ আছে, তখন ইহাও কি এক প্রকার জড়সমাধি নহে? এই কথোপকথনের সময় গিরিধারীদাস নামে একটি সাধু তথায় উপস্থিত ছিলেন, আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ—"আরে ৬ মাস সমাধিতে থাকা কি সহজ কথা? তাহা কি—অপর কেহ পারে, ইহা কি প্রকারে জড়সমাধি হইবে? তিনি অবশ্য পরমাত্মস্বরূপ হইয়া থাকিবেন।" তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "আরে এ জড় সমাধি নেই তো কেয়া? জড় কা মাফিক তো রয়তাই হ্যায়। পরমাত্মস্বরূপ হোনা তো আউর হ্যায়; ওয়ে এক বকত হোনেসে কবহি ছোড়তা নহি। উস্‌কা ফের সমাধি ফমাধ কুচ্চ নেই, সদা এক অখণ্ড রয়তা।"

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পুনরায় বস্তিতে গিয়া আরও ৫/৭ সের দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। তিনি সেই সমস্ত দুধও পান করিলেন এবং পান করিয়া বলিলেন, "অব্‌তো হামারি কোঠাকি গরমি মিট্ গিয়া, হাম প্রসন্ন হোয়া," সেই দুধ কিন্তু উদগীরণ করিয়া আর ফেলিলেন না।

কোন এক সময় এক সহচর কিঞ্চিৎ দূরে একটি জঙ্গলের ভিতরে তিনি আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা তিন চারি জন চেলা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। অপর চেলা সকলেই আমা অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঐ জঙ্গলে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকলেরও অভাব ছিল না। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, গুরুদেব আমাদের চেলা সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই জঙ্গলের অনতিদূরে যে শহর আছে, তোমরা এক্ষণে সেই শহরে যাইয়া দুই টাকার গাঁজা খরিদ করিয়া লইয়া আইস।" রাত্রি অন্ধকারময় ছিল, এবং জঙ্গলে নানাবিধ হিংস্রজন্তু ছিল; সেই সময়ে অপর কোন চেলা যাইতে প্রস্তুত হইলেন না। তখন আমি বলিলাম, "মহারাজ, যদি আপনার হুকুম হয়, তবে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।" তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমিই যাও, শহরে গেলেই তুমি দুইটি টাকা পাইবে, ঐ দুই টাকার গাঁজা খরিদ করিয়া আনিবে।" আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গুরুদেবের কার্য করিতে আমার কোন ভয় বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। সুতরাং আমি তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া অকুতোভয়ে জঙ্গল পথ অতিক্রম করিয়া শহরে প্রবিষ্ট হইলাম; শহরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, দোকান সকল বন্ধ, সমস্ত নিস্তব্ধ আমি রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, অনতিদূরে একটি গৃহে আলোক দৃষ্ট হইতেছে। আমি আস্তে আস্তে সেই গৃহের দরজায় সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে আমাকে দেখিবামাত্র একটি লোক অতি প্রসন্নবদনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমাকে দণ্ডবৎপূর্বক বলিল, "মহারাজ, আমাকে অদ্য বড় কৃপা করিয়াছেন, আমি কোন সাধুকে দুইটি টাকা ভেট দিব বলিয়া এতক্ষণ পর্যন্ত কোন সাধুকে দেখিতে পাই কিনা এই উদ্দেশ্যে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; আমার বহু ভাগ্য

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনি এই সময়ে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, আমার সঙ্কল্পিত এই দুইটি টাকা আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।" আমি তখন ঐ দুইটি টাকা গ্রহণ করিয়া মনে মনে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া তাঁহার মহিমা বুঝিয়া দণ্ডবৎ করিলাম, এবং পরে গাঁজা-বিক্রেতার দোকানে গিয়া তাহাকে জাগরিত করিয়া তাহার নিকট হইতে দুই টাকার গাঁজা খরিদ করিয়া লইলাম। গাঁজা খাওয়া তখন আমার নিজেরও যথেষ্ট অভ্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ গাঁজা হইতে এক চিলম গাঁজা লইয়া আমি তাহা সাজিয়া পান করিলাম, এবং পরে অবশিষ্ট গাঁজা লইয়া আমার গুরুজীর নিকট আসিয়া তাহা তাঁহার সম্মুখে স্থাপন পূর্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলাম। গুরুদেব বলিলেন, "বৎস, এইরূপ করিয়াই কি গুরুর কার্য করিতে হয়? অগ্রভাগ নিজে খাইয়া অবশিষ্ট দ্রব্য কি গুরুকে দিতে হয়? ইহাই কি তোমার শিক্ষা হইয়াছে?" আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলাম। বুঝিলাম গুরুদেব যথার্থই অন্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ, কোন দূরত্বই তাঁহার দৃষ্টির আবরণ জন্মাইতে পারে না। তখন আমি হাত জোড় করিয়া ভীতভাবে বলিলাম, "প্রভো! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমি বালক অবোধ, আপনার মহিমা অবগত হইতে পারি নাই, আমার অপরাধ কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন, আমি কখনই আর এরূপ কার্য করিব না।" তখন গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি বালক, তোমার অপরাধ এইবার ক্ষমা করিলাম, আর কখনও এইরূপ করিও না; জানিবে, গুরু হইতে কোন কার্য এবং কোন চিন্তা গোপন করা যায় না।" আমি সেই সময়ে আপন কর্ণ আপন হস্তে ধারণ করিয়া মনে মনে বলিলাম, গুরু সর্বজ্ঞ ভগবান, আমি কখনও তাঁহার মর্যাদা লঙ্ঘন করিব না; এবং এইরূপ গুরু আমি লাভ করিয়াছি মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ইঁহার চরণ পরিত্যাগ করিয়া আমি কুত্রাপি যাইব না।

গুরুদেবের মহিমা আমি অনেকবারই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তন্মধ্যে দুইটি মাত্র ঘটনা বলিতেছি। একবার বহু সাধু (প্রায় এক সহস্র সাধু) সমভিব্যাহারে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গুরুদেব লাহোরের নিকটে যাইয়া আসন স্থাপন করিলেন। শহরের বাণিয়া শেঠ লোক অনেকে তাঁহার ও জমাতস্থ সাধুদিগের দর্শন করিতে আসিল, তন্মধ্যে শাল-ব্যবসায়ী বহু ধনাঢ্য এক বাণিয়া ছিল। গুরুদেব তাহকে বলিলেন, "অদ্য তুমি ওই সমস্ত সাধুদিগকে ভোজন করাও।" সে বলিল, "আমি এত লোকের ভোজন করাইতেপারিব না।" অধিকন্তু সাধুদিগের প্রতি কিছু অবজ্ঞা প্রদর্শনও করিল।

গুরুদেব বলিলেন, "বাণিয়া, তুমি ধনমদে মত্ত হইয়াছ, তুমি সাধুদিগের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, তন্নিমিত্ত তোমার কিছু দণ্ড হওয়া আবশ্যক। যাও, ঘরে ফিরিয়া যাও, তুমি শালবস্তায় অদ্যই অগ্নিদেবের কোপ দর্শন করিবে।" বাণিয়া চলিয়ে গেলে, গুরুদেব কিঞ্চিৎ জল হাতে লইয়া ধুনীর অগ্নিতে তাহা অর্পণ করিয়া বলিলেন, "বাণিয়ার শালবস্তায় এই আগুন লাগিল।" আমি তখন তাঁহার নিকটেই বসিয়াছিলাম, দেখিলাম অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই বাণিয়া ঊর্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। সে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মহারাজ, আমাকে রক্ষা করুন, আমার সর্বনাশ উপস্থিত, আমি সাতদিন পর্যন্ত আপনার জমাতের সমস্ত সাধুর ভোজন যোগাইব, আমার সর্বনাশ উপস্থিত, আমার সিন্দুকের মধ্যস্থিত শালের বস্তায় আগুন লাগিয়াছে।" তখন গুরুদেব বলিলেন, "আচ্ছা, সাতদিন পর্যন্ত তুমি জমাতের ভোজন দেও, তোমার শালের অগ্নি নির্বাপিত, হইল, কেবল তোমার দণ্ডের নিমিত্ত একখানি শাল নষ্ট হইল, সাধুদিগের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা কখনও করিও না।" সেই সময় বাণিয়ার ঘর হইতে লোক দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! যে শালখানিতে প্রথম অগ্নি প্রকাশিত হয়, সেই শালখানি আমরা সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছি, সেই শালখানি নষ্ট হইয়াছে, এবং অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে।" বাণিয়া তখন গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া সাধুদিগের ভোজনের উদ্যোগ করিতে চলিল।

বাণিয়া চলিয়া গেলে এই ব্যাপার দর্শনে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পূর্বক করজোড়ে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ! এই ব্যাপার দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। যদি আমার শ্রোতব্য হয় তবে কৃপা করিয়া ইহার তত্ত্ব আমাকে বলুন।" তখন গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন, "বৎস! তুমি ইহাতে বিস্মিত হইও না, যোগীশ্বরদিগের সকল প্রকার বিদ্যাই আয়ত্ত আছে, প্রয়োজন হইলে সকল প্রকার বিদ্যারই প্রয়োগ তাঁহারা করিয়া থাকেন। এই বাণিয়া সজ্জন লোক, কিন্তু ধনমদে গর্বিত হইয়া ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছিল, এই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি সে পুনরায় বিনম্র হইবে এবং নানা ধর্ম অনুষ্ঠান করিবে। যে বিদ্যা দ্বারা ইহার কল্যাণার্থে আমি ইহাকে অদ্য দণ্ডিত করিলাম, সেই বিদ্যার নাম কালাগ্নি বিদ্যা, এই বিদ্যা আমি তোমাকে অর্পণ করিব, কিন্তু তুমি ইহা গোপনে রাখিবে, অপাত্রে অর্পণ করিবে না।"

একবার ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দূরস্থানে রাখিয়া ভূপাল-তালের উপর গুরুদেব একাকী গিয়া আপন আসন স্থাপন করিলেন এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া অতিশয় বেগের সহিত শঙ্খধ্বনি করিলেন। ঐ তালের অপরদিকে নিকটে মুসলমান নবাবের বাসস্থান ছিল। সেই নবাব ইতিপূর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহার বাসস্থানের নিকটবর্তী কোন স্থানে শঙ্খ অথবা ঘন্টাধ্বনি হইতে পারিবে না, যে কেহ এইরূপ ধ্বনি করিবে তিনি তাহার শিরচ্ছেদ করিবেন। গুরুদেব সজোরে শঙ্খধ্বনি করিলে, সেই ধ্বনি নবাবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি তাঁহার পারিষদ্-বর্গের প্রতি আদেশ করিলেন যে, "দেখ, কোন্ ব্যক্তি আমার আদেশের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া শঙ্খবাদন করিতেছে।" তখনই দ্রুতবেগে নবাবের অনুচরেরা তালের পাড়ে আসিয়া দেখিল, গুরুদেব শঙ্খহাতে তথায় উপবিষ্ট আছেন, এবং অনতিবিলম্বে নবাবের সমীপে গিয়া বলিল, "এক জটাজুটধারী তেজস্বী তপস্বী এই শঙ্খবাদন করিয়াছে।" তাহাতে নবাব বলিলেন, "এই ব্যক্তি অতিশয় ধৃষ্ট, আমার আদেশ অবজ্ঞা করিয়া আমার ভবনের নিকটেই তালের

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

উপরে বসিয়া এইরূপ শঙ্খধ্বনি করিতেছে, অবিলম্বে যাইয়া ইহার শিরচ্ছেদ কর, অথবা ইহাকে ধৃত করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" তখন নবাবের অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গুরুদেব যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন সেই স্থানে আসিল। কিন্তু তথায় আসিয়া দেখিল যে সেখানে কোন জীবিত মনুষ্য নাই; সেই সাধুর মুণ্ড এক জায়গায়, হাত এক জায়গায়, পা এক জায়গায়; এইরূপ শরীর স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া অনুচরেরা ফিরিয়া গেল এবং নবাবকে সংবাদ দিল যে অপর কোন ব্যক্তি তাহারা যাইবার পূর্বেই সেই সাধুর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তন করিয়াছে। কিন্তু তৎপরক্ষণেই পুনরায় গুরুদেব সজোরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পুনরায় শঙ্খধ্বনি শুনিয়া অনুচরদিগকে নবাব তথায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা এইবার আসিয়া দেখিল যে সেইস্থানে কোন মনুষ্যই নাই, এবং কাটা মুণ্ড হস্ত পদ প্রভৃতি যাহা তাহারা পূর্বে দেখিয়া গিয়াছিল, তৎসমস্ত কিছুই নাই। তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া নবাবের নিকট গিয়া এই সংবাদ জানাইল। কিন্তু তৎপরক্ষণেই পুনরায় সেইস্থান হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। তখন নবাব ভীত হইলেন এবং মনে করিলেন যে যিনি এই শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, তিনি কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ পুরুষ হইবেন, অতএব তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করা সঙ্গত নহে এবং যাহাতে কোন অভিসম্পাত করিয়া রাজ্যের বিঘ্ন উৎপাদন না করেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে নবাব সাহেব স্বয়ং অমাত্যবর্গের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেইস্থানে শঙ্খহস্তে জটাজুটধারী দীর্ঘকায় একজন যোগীপুরুষ বসিয়া আছেন। তখন নবাব সাহেব ও তাঁহার অমাত্যবর্গ সকলে সেই যোগীশ্বরকে যথাবিহিত অভিবাদন পূর্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার কি অভিপ্রায় প্রতিপালন করিবেন তাহা আদেশ করিতে বলিলেন। তখন গুরুদেব বলিলেন, "এই শঙ্খ ঘন্টা বাদন করিতে যে তুমি প্রতিষেধ করিয়াছ ইহা অতি অন্যায়; তুমি মুসলমান, তোমার ধর্ম তুমি যাজন কর; কিন্তু হিন্দু হিন্দুর ধর্ম যাজন করিবে,

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইহাতে তুমি কেন বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, তোমার এই আদেশ প্রত্যাহার কর। আর এই তালের নিকট এক মন্দির আছে, তাহার সংস্কার করিয়া আমি প্রস্তুত করাইব, তাহাতে তুমি কোন বাধা দিতে পারিবে না।"

নবাব তদ্রূপই হইবে বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক তাঁহার অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে আমার গুরুদেব সেইস্থানে ঠাকুর-মন্দির প্রস্তুত করাইলেন। তদবধি ঐ ভূপাল-তালই আমার গুরুদ্বারা হইয়াছে।

এবংবিধ সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া আমি প্রফুল্ল মনে ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা এবং তৎপ্রদত্ত উপদেশ সকল পালন করিতে লাগিলাম। যাহাতে আমি যথার্থ সাধু হই, তদ্রূপ উপদেশ আমার গুরুদেব আমার প্রতি করিতেন। তাঁহার মায়িক মোহ কিছুমাত্র ছিল না। আমার প্রতি প্রতিরাত্রের নিমিত্ত এ উপদেশ ছিল যে সন্ধ্যার পর ধুনী চেতনা করিয়া তৎ-সমীপে আপন আসন স্থাপন করিবে এবং আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ভজন করিবে; সন্ধ্যার পর অপর কাহারও নিকটে যাইবে না। একখানি তিন হাত মাত্র দীর্ঘ বস্ত্র আমার ব্যবহারের নিমিত্ত দিয়াছিলেন। আমি যদি রাত্রে উপবেশনে না থাকিয়া শয়ন করিতে চেষ্টা করিতাম, তবে বস্ত্রে অভাবেই শীত নিবারণের জন্য বাধ্য হইয়া আমাকে ধুনীর আশ্রয়ে পুনরায় উঠিয়া বসিতে হইত। "উত্তরাখণ্ডে" অত্যন্ত শীত, বরফ পড়ে; গাছতলায় আমার আসন। যে বস্ত্রখানি দিয়াছিলেন, লম্বা হইয়া শয়ন করিয়া তাহা দ্বারা পায়ের দিক ঢাকিতে গেলে বুক পর্যন্ত খালি থাকিত, মাথার দিক ঢাকিতে গেলে পায়ের দিক খালি হইয়া পড়িত; সুতরাং শীতে কম্পিত হইয়া পুনরায় উঠিয়া বসিতে হইত। নিয়ম ছিল সম্মুখের দিকে ধুনী থাকিবে, তাহার উত্তাপে শরীর গরম থাকিবে, আর পশ্চাতের দিকে দুই ভাঁজ করিয়া ঐ বস্ত্রখানি স্কন্ধ হইতে নিম্নদিকে ঝুলাইয়া রাখিবে এবং তাহার উপরে মস্তকের জটা বিস্তৃত করিয়া দিবে; এইরূপে পৃষ্ঠদেশ শীত হইতে রক্ষা করিবে। এইরূপ করিয়া সমস্ত রাত্রি আসনে উপবেশন পূর্বক ভজন করিবে।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তদ্ব্যতীত আমার কোমরে মোটা ভারি কাষ্ঠের আড়বন্ধ এবং কাষ্ঠের লেঙ্গুটি বিধিপূর্বক তাহা ধারণের মন্ত্র উপদেশ করিয়া আমাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। শয়ন করিতে গেলে ঐ কাষ্ঠের আড়বন্ধ বহুদিন পর্যন্ত আমাকে কষ্ট দিত; এক্ষণে যদিও এই আড়বন্ধ লইয়াই শয়ন করা আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি প্রথমে ইহাও রাত্রে শয়ন করিবার পক্ষে আমার প্রতিবন্ধক জন্মাইত। দিনেরবেলায় মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবার পর (আমাদের এক বেলাই আহারের নিয়ম ছিল) কোন বালুকাময় স্থানে বালি সরাইয়া তাহার উপর কিছুকাল শয়ন করিবার ব্যবস্থা ছিল। আমি ঐ সময় আড়বন্ধের কাষ্ঠ বালির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতাম, সুতরাং সমস্ত শরীর সমতল বালির উপর থাকিত, তাহাতে আর শয়ন করিতে কষ্ট হইত না। এইরূপে কিছুক্ষণ শয়ন করিতাম।

আমার গুরুদেব একটি ছোট ঝুপ্‌ড়ির ভিতরে থাকিতেন; আসনে সর্বদা উপবিষ্ট থাকিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি সাধারণতঃ তাঁহার কোন আহার ছিল না, কেবল একবার বিভূতি জলে গুলিয়া পান করিয়া তাহা উদগার করিয়া ফেলিতেন এবং চরস ও গাঁজার ধুম সময় সময় পান করিতেন। তাঁহার শাসনের কঠোরতা-নিবন্ধন তাঁহার অপর শিষ্যগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, কেবল আমিই তাঁহার সঙ্গে রহিলাম। তাঁহার শাসন কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নোক্ত দুই একটি ঘটনা দ্বারা বুঝিতে পারিবে।

একদিন উত্তরাখণ্ডে শীতের রাত্রিতে ধুনীর নিকট আমি বসিয়া ভজন করিতেছিলাম; কিন্তু তামস আলস্যবশতঃ সেই দিবস আমার নিদ্রা উপস্থিত হইল। আমি বিনা চেষ্টায় আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িলাম; অতি গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত হওয়ায় কিছুক্ষণ ধরিয়া আমার কোন চৈতন্য রহিল না। এইদিকে বরফ পড়িতেছিল, সুতরাং ধুনী আপনা হইতে অল্পক্ষণ পরে বুজিয়া গেল। ধুনী বুজিয়া যাইবাব পর অল্পক্ষণের মধ্যেই এত অধিক শীত শরীরে প্রবিষ্ট

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হইল যে তাহাতে শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং আমার নিদ্রা সহজেই ভঙ্গ হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলাম এবং দেখিলাম ধুনী নির্বাপিত, এবং চতুর্দিকে বরফ পড়িতেছে। অগ্নি প্রজ্বলিত না করিলে নিশ্চয় মৃত্যু। কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। আসন ছাড়িয়া অন্য কাহারও নিকট রাত্রে যাওয়া গুরুদেব-কর্তৃক নিষিদ্ধ। রাত্রে তাঁহার নিকটে যাওয়াও নিষিদ্ধ। তাঁহার নিকটে গিয়া আগুন চাহিলে আমি যে ভজন ছাড়িয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম, তন্নিমিত্ত তিনি আমাকে দণ্ডিত করিবেন। অগ্নি আনয়ন না করিলেও শীতে শরীর বরফ হইয়া যাইবে এবং নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিবে। এই সকল ভাবিয়া অবশেষে স্থির করিলাম যেরূপ দণ্ডই করুন, গুরুদেবের নিকটই যাইব, তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া অপর কাহারও নিকট যাইব না। তখন আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া গুরুদেব যে ঝুপড়িতে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার দরজার সমক্ষে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। তিনি তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাহিরে দাঁড়িয়ে?" আমি বলিলাম, "মহারাজ আমি রামদাস।" তিনি বলিলেন, "তুমি রাত্রিকালে আসন ছাড়িয়া কেন এখানে আসিয়াছ? আমি বলিলাম, "মহারাজ, আমার ধুনী বুজিয়া গিয়াছে, একটু আঁচ লইতে আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, নতুবা ধুনী কিরূপে বুজিয়া গেল? তুমি এইরূপ ঘুমাইবার জন্য কি পিতামাতাকে কষ্ট দিয়া ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছ? যদি এইরূপ ঘুমাইয়াই রাত্রি কাটাইতে হয়, তবে ত ঘরেই বেশ ঘুমাইতে পারিতে? পিতামাতার প্রাণে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি ছিল?" এইরূপ নানা কথা বলিয়া আমাকে ধমকাইতে লাগিলেন। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, "মহারাজ, আমার অপরাধ হইয়াছে, হঠাৎ ঘুম আসিয়া আমাকে অচেতন করিয়াছিল, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি এখন হইতে আরও বিশেষ সাবধান থাকিব।" তিনি তখন খুব তেজের সহিত আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি যেখানে আছ, সেইখানে একঘন্টা খাড়া থাক, এক্ষণে আগুন পাইবে না।" গুরুদেবের মহিমা আমি অবগত ছিলাম, সুতরাং তাঁহার আদেশ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অবহেলা করা আমার দুঃসাধ্য ছিল। আমি সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। কিছুকাল পর গুরুদেব তাঁহার ধুনী হইতে এক প্রজ্বলিত কয়লা বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "এইবার ইহা লইয়া যাও, ফের যেন এমন আর কখন না হয়।" আমি কয়লা লইয়া গিয়া পুনরায় আমার ধুনী প্রজ্বলিত করিলাম এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভজন করিতে লাগিলাম।

একদিন গুরুদেব আমাকে বলিলেন, "বৎস, কোন প্রয়োজনে আমি একস্থানে যাইব, আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুমি এই স্থানে বসিয়া থাকিতে পারিবে? কিন্তু যতক্ষণ না ফিরিব ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্থান হইতে কোন কারণে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে পারিবে না।" আমি বলিলাম, "আপনার আদেশ আমি অবশ্য প্রাণপণে প্রতিপালন করিব।" তখন তিনি একটি স্থান নির্দেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত এইস্থানে তুমি বসিয়া থাকিবে।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া সে স্থানে উপবেশন করিলাম। ক্রমশঃ দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তিনি আসিলেন না। অবশেষে অষ্টম দিবসে তিনি প্রত্যাগত হইলেন। তখন আমি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস তুমি এই স্থানে উপবিষ্ট ছিলে?" আমি করজোড়ে বলিলাম "হাঁ, মহারাজ, আপনি এই স্থান হইতে যাওয়ার পর হইতে এইক্ষণ পর্যন্ত এই স্থানেই উপবিষ্ট আছি।" তিনি বলিলেন, "তুমি মলমূত্র ত্যাগ করিতেও এখান হইতে উঠিয়া যাও নাই কি?" আমি বলিলাম, "না, আপনার কৃপায় আমার প্রস্রাব অথবা বাহ্যের বেগ এই সময়ের মধ্যে বিশেষরূপে হয় নাই।" তিনি বলিলেন, "তুমি কিছু আহার কর নাই?" আমি বলিলাম, "না, মহারাজ, আমি কিছু আহার পাই নাই।" তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "বৎস! এইরূপেই গুরুর আদেশ পালন করিতে হয়; পিতামাতাকে কষ্ট দিয়া আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া গুরুর আদেশ কায়মনোবাক্যে এইরূপে প্রতিপালন করিলেই ভগবান

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রসন্ন হবেন এবং পিতামাতাকে কাঁদান সার্থক হয়।"

এইরূপে আমি দৃঢ়ব্রতাবলম্বন পূর্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার আদেশ সকল প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। তিনিও আমার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া ক্রমশঃ হঠযোগের সমস্ত ক্রিয়ার সহিত অষ্টাঙ্গযোগ আমাকে শিক্ষা দিলেন এবং প্রয়োগ প্রণালীর সর্ববিধ মন্ত্র আমাকে উপদেশ করিলেন এবং যাহাতে আমার ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি পরাজিত হয় তন্নিমিত্ত সময় সময় আমাকে নানা প্রকার শাসন ও যন্ত্রনাদায়ক ও ক্রোধ উদ্দীপক বাক্য দ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সামান্য কারণে অথবা কেবল কল্পিত কারণ ভাণ করিয়া আমাকে "ভঙ্গী", "চামার", "পেটের নিমিত্ত বৈরাগ লইয়াছিস" এইরূপ কথা সকল যাহা বলিয়া অপর লোকে সাধুদিগকে তিরস্কৃত করে, সেই সকল গালি আমার উপর বর্ষণ করিতেন। এবং তদ্দ্বারা আমার ক্রোধ অথবা অভিমান উদ্দীপিত হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিতেন। কখনও অনশনে রাখিয়া, কখনও নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যবস্তু উপস্থিত করাইয়া আমার লোভ উপগত হইয়াছে কিনা এবং ক্ষুধায় ধর্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার এতই অমায়িক স্নেহ ছিল যে আমার হিতার্থে এই সকল কঠোর ব্যবহার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গুরুসন্নিধানে থাকিয়া আমি অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ দেখিতাম, এবং সময় সময় তাঁহার প্রভাব ও মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। এইরূপে বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে একদিবস গুরুদেব অতি রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া হঠাৎ আমার সমক্ষে এক বৃহৎ যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তদ্দ্বারা সজোরে আমার সর্বাঙ্গে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং, সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "বাইনচৎ। আমার বড় বড় সব চেলা চলিয়া গিয়াছে, তুই একলা আমার পিছে পড়িয়া আছিস্ কেন, তুই আমার নিকট হইতে চলিয়া যা। আমি কাহারও সেবা চাই না।" এইরূপ বলিতে বলিতে আমাকে এমন প্রহার করিতে লাগিলেন যে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমার সর্বাঙ্গ ফুলিয়া গেল এবং আমার সর্বাঙ্গে ভীষণ বেদনা উপস্থিত হইল। আমি তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং হাত জোড় করিয়া বিনীত অথচ স্থিরভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ, আমার একটি কথা আপনি কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন। আমার পিতামাতার ঘরে আহারে বিহারে কোনপ্রকার অসচ্ছলতা ছিল না, তাহা আপনি অবগত আছেন। আমি নিজ ইচ্ছাতেই পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছি। তদবধি আপনাকেই পিতা, মাতা, বন্ধু এবং গুরু জানিয়া আপনার নিকট অবস্থান করিতেছি। আমি সংসারে আর কাহাকেও আপনার বলিয়া জানি না। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমি আর কোথায় যাইব? তবে আপনি একান্তই যদি আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার এই গলা আপনার নিকট উপস্থিত করিলাম, আপনি ছুরি দ্বারা ইহা ছেদন করিয়া আমার দেহান্ত করুন; জীবিত থাকিতে আমি কখনই আপনাকে ছাড়িয়া থাকিব না।" আমার এই নিবেদন শুনিয়া গুরুদেব প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "বৎস, তোমার শেষ পরীক্ষা অদ্য আমি করিলাম। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। তোমার বুদ্ধি নিশ্চল হইয়াছে। অদ্যাবধি তোমার পরীক্ষা শেষ হইল। এক্ষণ হইতে তুমি সুখে বিচরণ করিবে। আমি তোমার প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমাকে এই বর দান করিতেছি যে তোমার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তুমি উপাস্যদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে এবং তোমার নিকটে সর্বদা ঋদ্ধি সিদ্ধি সকল উপস্থিত থাকিবে। তুমি যাহাকে যাহা বলিবে তৎসমস্ত সফল হইবে। তোমার বাক্য কখনও নিষ্ফল হইবে না" ইত্যাদি। আমি এই সকল বরলাভ করিয়া অবাক হইয়া রহিলাম এবং গুরুদেবকে প্রদক্ষিণ পূর্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলাম।

ইহার কিয়দ্দিবস পর একদা গুরুদেব এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরের প্রান্তে গিয়া আসন স্থাপন করিলেন। তাঁহার আসন হইতে কিছু দূরে আমিও আপন আসন স্থাপন করিলাম, কারণ গুরুদেবের আসনের সন্নিকটে অপর কাহারও

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আসন স্থাপন করিবার আদেশ ছিল না। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ শরীর দর্শনে নগরের লোকসকল আকৃষ্ট হইয়া দর্শন লালসায় আমরা যে স্থানে ছিলাম সে স্থানে আসিতে লাগিল। কয়েকজন লোক তাঁহাকে দর্শন দণ্ডবৎ করিল এবং আমার নিকটে আসিয়া আমাকেও দর্শন দণ্ডবৎ করিল। তৎপর তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে দণ্ডবৎ করিয়া চারিটি টাকা ভেট স্বরূপে আমার নিকটে রাখিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "ছি ছি, তুমি কর কি? আমার গুরুদেব যোগিরাজ ঐ নিকটে বসিয়া আছেন, তাঁহার সমীপে গিয়া 'ভেট' উপস্থিত কর। তিনি সাক্ষাতে আছেন, তাঁহার নিকটে ভেট না ধরিয়া আমার অগ্রে ধরা উচিত নয়।" সেই লোকটি উত্তর করিল, "বাবাজি, আমি আপনাকেই পূজা করিতেছি, আপনার প্রতিই আমার শ্রদ্ধা হইয়াছে, আপনাকেই এই ভেট অর্পণ করিলাম।" আমি বলিলাম, "ইহা কখনও হইতে পারে না, যোগীশ্বর গুরুদেব সাক্ষাতে থাকিতে আমি কখনও ভেট পূজা গ্রহণ করিতে পারি না, তুমি এই ভেট লইয়া গিয়া তাঁহার সাক্ষাতে ধর।" কিন্তু সেই ব্যক্তি তদ্রূপ করিতে কিছুতেই সম্মত না হইয়া টাকাগুলি আমার অগ্রে রাখিয়া চলিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে উঠিয়া ঐ টাকাগুলি লইয়া গুরুদেবের নিকটে গেলাম এবং ঐ টাকাগুলি তাঁহার সাক্ষাতে রাখিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ, এই চারিটি টাকা একজন লোক ভেট দিয়াছে, তাহা কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।" তিনি যেন ক্রোধ করিয়া আমাকে বলিলেন, হাঁরে, তুই কেমন চেলা! গুরুর সাক্ষাতেই তুই পূজা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিস!" আমি করজোড়ে বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ, আমি ইহা লইতে চাহি নাই, আপনার সম্মুখে এই ভেট উপস্থিত করিতে আমি সেই লোকটিকে বিশেষরূপে বলিয়াছি, কিন্তু সে কিছুতেই আমার কথা না শুনিয়া আমার সাক্ষাতে ভেট রাখিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে চলিয়া গেলে আমি তৎক্ষণাৎই তাহা লইয়া আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াছি। আমি ইহা স্বয়ং গ্রহণ করি নাই।" তখন গুরুদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমিও এখন সিদ্ধ

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হইয়াছ।" এই কথা বলিয়া যেন স্বগত ভাবে বলিলেন, "তুমবি অব্ সের হো গিয়া; বাকি, দো সের এক ঠোর মে নেহি রহনে শক্তা হ্যায়।"

এই ঘটনার দুই তিন দিবস পর গুরুদেব আমাকে বলিলেন, "বৎস, দ্বারকা আমাদের সম্প্রদায়ের মুখ্যধাম। এই ধাম একবার দর্শন করিয়া আসা তোমার পক্ষে অত্যাবশ্যক।" আমি বলিলাম, "মহারাজ, আমি আপনাকেই ভগবান বলিয়া জানি, আর শাস্ত্রেও আছে গুরুচরণে সমস্ত তীর্থ বিরাজমান আছে। অতএব আপনার চরণদর্শনেই আমার সমস্ত তীর্থ দর্শন হইতেছে। অতএব অন্য কোন তীর্থ দর্শনে যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।" গুরুদেব বলিলেন, "আরে, তুই বড় জ্ঞানী হইয়াছিস! তোর মত জ্ঞানী বুঝি আর কেহ কখনও হয় নাই! তোর গুরু দ্বারকা দর্শন করিতে গিয়াছেন, দাদা গুরু গিয়াছেন, আর তুই এমনি জ্ঞানী হইয়াছিস্, যে বলিতেছিস তোর কোন তীর্থ দর্শনের প্রয়োজন নাই। এই সকল বুদ্ধি পরিত্যাগ কর্। আমি বলিতেছি দ্বারকাধাম দর্শন করিয়া আয়।" গুরুদেব এইরূপ বলিলে আমি বলিলাম, "মহারাজ, আমি দ্বারকা কোথায় জানি না, কোন্ দিকে ঐ দেশ তাহাও জানি না, আমি কি প্রকারে দ্বারকায় যাইব? আপনি কৃপা করিয়া আমাকে আপনার নিকটেই থাকিতে দেন। আপনার সেবা করিলেই আমার মন প্রসন্ন হয়।" গুরুদেব তখন চুপ করিয়া রহিলেন, আমার কথার প্রত্যুত্তরে আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু পরদিবসই দুইটি সাধু গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় যাইবে!" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা দ্বারকাধাম দর্শন করিতে যাইতেছি।" তখন গুরুদেব সমীপস্থ আমাকে বলিলেন "তুমি বলিয়াছিলে দ্বারকাধাম কোথায় কোন্‌দিকে তাহা জান না, এই দুইটি সাধু আসিয়াছে, ইহাদের উভয়েই দ্বারকাধামে যাইবেন। অতএব তুমি ইহাদিগের সঙ্গে দ্বারকা দর্শনে প্রস্থান কর। তখন অগত্যায় বাধ্য হইয়া আমি গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পূর্বক তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐ পূর্বোক্ত সাধু দুইটির সঙ্গে দ্বারাকায় যাত্রা করিলাম।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গুরুদেব আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি দ্বারকা দর্শন করিয়া আইস, রাস্তায় তোমার কোন কষ্ট হইবে না। তোমার সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তু তোমার বিনা চেষ্টায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবে।"

আমি দ্বারকাভিমুখে প্রস্থিত হইলে রাস্তায় বাস্তবিক আমার কোন প্রকার অভাব বা অসুবিধা ঘটিল না। যেখানে গিয়া মধ্যাহ্নে অথবা সায়াহ্নে আসন স্থাপন করিতাম, সেখানেই লোকজন আসিয়া আমাদের খাদ্য সামগ্রী ও গাঁজা চরস প্রভৃতি সব দিয়া যাইত। রাজ-পুতানার মরুভূমি পার হইতে বস্তির লোক আপন হইতে শকট গাড়ী জুটাইয়া দিত। এইরূপে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দ্বারকানাথের দর্শন করিলাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গুরুদেব যে স্থানে আমার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা সকলে উপস্থিত আছেন সকলেরই বদন বিষণ্ণ, এবং গুরুদেব সে স্থানে নাই। আমি গুরুদেবের কথা জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তখন অতি কষ্টের সহিত তাঁহারা বলিলেন যে গুরুদেব দেহরক্ষা করিয়াছেন, তিন দিবস হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র আমার মস্তক ঘুর্ণিত হইতে লাগিল। আমি জানিতাম তিনি ভগবান্, ব্রহ্মর্ষি, জরামৃত্যুরহিত সুতরাং গুরুভ্রাতাদিগের প্রদত্ত সংবাদে আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। আমি কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম, গুরুদেব সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান ছিলেন, তাঁহার কিরূপে মৃত্যু হইতে পারে? আপনারা আমাকে ছলনা করিতেছেন। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহাদের সাক্ষাতেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহারা তাঁহার দেহের সৎকার করিয়াছেন। আমি এই সকল বাক্য শুনিয়া একেবারে মর্মাহত হইলাম, বলিলাম, হায় এই জন্যই কি তিনি আমাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলেন? তিনি ভগবান্, তাঁহার মৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়? আমি তাঁহার দর্শন না পাইলে এ জীবন রাখিব না। আমি শোকে ক্রমে এতই অভিভূত হইলাম যে স্বহস্তে আমার মস্তকের দীর্ঘ জটা সকল উৎপাটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গুরুভ্রাতা সকল দয়ার্দ্র হইয়া আমাকে মুণ্ডিত করাইয়া দিলেন; কিন্তু

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আমি শোকে অভিভূত হইয়া ভূমির উপর লুণ্ঠিত হইতে হইতে অনশনে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কাহারও প্রবোধবাক্য আমার অন্তরে স্থান পাইল না; অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে করিতে আমার কাল অতীত হইতে লাগিল। অবশেষে সপ্তম দিবসে গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া আমাকে দর্শন দিলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি আর শোক করিও না, উত্থিত হও, তোমার মঙ্গল হইবে; আমার মৃত্যু হয় নাই, তুমি শান্ত হও। আমার মৃত্যু নাই ইহা সত্য; কিন্তু প্রয়োজন বশতঃ আমি আত্মগোপন করিয়াছি, মৃত্যুর ব্যাপার যে ইহাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছি ইহা লীলা মাত্র। সময় সময় আমি তোমাকে দর্শন দিব। আমি অপরের অলক্ষিতভাবে এখন হইতে নর্মদা তীরে বাস করিতেছি ও করিব। তুমি আর শোক করিও না, উত্থিত হইয়া সাধুমার্গে বিচরণ কর, তোমার সমস্ত কামনা সফল হইবে।" আমাকে এইরূপে প্রবোধিত করিয়া গুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার দর্শনলাভে এবং প্রবোধবাক্যে আমার চিত্ত শান্ত হইলে; আমি উত্থিত হইলাম এবং স্নান আহার করিলাম। জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা সকল যথাবিধানে গুরুদেবের ভাণ্ডারা করিয়া আপন আপন স্থান প্রস্থান করিলেন। গুরুদেব সময় সময় আবির্ভুত হইয়া আমাকে দর্শনদান দ্বারা তাঁহার বাক্য সত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

সিদ্ধিলাভ—ইষ্টদেব সাক্ষাৎকার

এই পর্যন্ত একপ্রকার ধারাবাহিকরূপে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের জীবন বৃত্তান্ত তাঁহার কথা অনুসারে বর্ণিত হইল। তাঁহার গুরুদেব অপ্রকট হইবার পর তিনি কিরূপ সাধনাদি করিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট কখনও বর্ণনা করেন নাই। আমিও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই। এই পর্যন্ত বলিয়াছেন

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

যে মানসসরোবর হইতে কুমারিকা পর্যন্ত পদব্রজে পর্যটন করিয়া তিনি ভারতবর্ষের তীর্থ সমুদয় পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াছেন। রেলের পথ তখন খোলা হয় নাই। অনেক সময় বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। হিংস্রজন্তু সকল অনেক সময় তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে হিংসা করে নাই। একবার হিংস্র জন্তুসঙ্কুল এক অরণ্যের মধ্য দিয়া তিনি এবং অপর কয়েকটি সাধু যাইতেছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং অন্য সকল সাধুর পশ্চাতে ছিলেন। সর্বাগ্রে যে সাধুটি চলিতেছিলেন তিনি হিংস্র জন্তুর শব্দ শুনিয়া বলিলেন, "আমি সর্বাগ্রে যাইতে পারিব না, আমার বড় ভয় হইতেছে।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "আমি সর্বাগ্রে যাইতেছি, তুমি ইচ্ছা করিলে পশ্চাতে আইস।" তখন সেই সাধুটি পশ্চাতে আসিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সর্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই এক বৃহৎকায় ব্যাঘ্র আসিয়া সেই পশ্চাদ্দিকের সাধুটির পর ঝাঁপ দিয়া পতিত হইল, এবং তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু অপর সকলে নির্বিঘ্নে বনপথ অতিক্রম করিয়া এক বস্তিতে উপনীত হইলেন।

ভারতের উত্তরখণ্ডে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে একবার ভগবান্ সাধুর বেশে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া উত্তরখণ্ডে তাঁহার সঙ্গে প্রায় একমাস বাস করিয়াছিলেন। তিনি কিছুমাত্র ভোজন বা পান করিতেন না। অবশেষে একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "চল, আমার সঙ্গে বেড়াইয়া (সয়েল করিয়া) আসিবে। তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে গেলেন। দুইজনে নদীর উপর এক পুলের উপর দিয়া যাইতেছিলেন; যাইতে যাইতে সেই সাধুরূপী ভগবান আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, উদিকে কি?" তিনি বলিলেন, "উদিকে নির্মল আকাশ।" তখন পুনরায় পুলের নিম্নস্থিত নদীজলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ উদিকে কি?" তিনি বলিলেন, "জল"। সেই সাধুরূপী ভগবান্ পুনরায় উপরে আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন,

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

"এখন দেখ উপরে কি?" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উপর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অতি ঘনীভূত কাল মেঘ আকাশমণ্ডল ছাইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি সেই সাধুকে বলিলেন, "এ এক ভোজবিদ্যা দেখিতেছি, ইহা একপ্রকার বুজরুকী ভিন্ন কিছু নহে"। সেই সাধুটি কিছু না বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। পরে সেই সাধুরূপী ভগবান্ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া পুল হইতে নদীতে নামিয়া পড়িলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও তাঁহার সঙ্গে নদীতে নামিলেন। সেইস্থানে নদী অতি গভীর ছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে উভয়েই পদব্রজে চলিয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও হাঁটুর উপর জল উঠিল না। পরে উভয়ে এইরূপে নিঃশব্দে নদী উত্তীর্ণ হইয়া এক জঙ্গল পথে গমন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেখিলেন যে ঐ পথের উভয় পার্শ্বে কোন স্থানে শ্মশান জ্বলিতেছেন কোন স্থানে শবদেহ সকল পড়িয়া আছে, কোন স্থানে কাটামুণ্ড মাত্র রহিয়াছে। এইরূপ নানা-প্রকার ভীষণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সেই সাধুরূপী ভগবান্‌কে আর দেখিতে পাইলেন না তখন তিনি তাঁহার বহু অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোনস্থানে আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না। ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিলেন যে রাস্তার উভয় পার্শ্বে যে প্রজ্বলিত শ্মশান এবং মৃতদেহ প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন তৎসমস্ত কিছুই নাই। সেই সকল স্থানে অরণ্যজাত নানাবিধ বৃক্ষলতা মাত্র রহিয়াছে। পরে বুঝিতে পারিলেন ভগবান্‌ই সাধুবেশে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন।

আর একবার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হরিদ্বারের নিকটস্থ চণ্ডীর পাহাড়ের নিকটে এক পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে অপথে নামিতে গিয়া এক অতি নিভৃত স্থানে তিন শত বৎসরের এক সাধুর দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে ফলমূলাদি খাইতে দিয়া খুব যত্ন করিয়াছিলেন। এবং অন্য কাহাকেও

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তাঁহার সংবাদ দিতে বারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সে বারণ না মানিয়া হরিদ্বারে আসিয়া তাঁহার জমাতের অপর সকলের নিকট ঐ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং সেই সাধুদিগের কৌতুহল নিবারণার্থ তাঁহাদিককে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সেই স্থান যান; কিন্তু এইবার তথায় গিয়া দেখেন যে সেইস্থানে সে সাধুও নাই তাঁহার গুফাও নাই। তখন বিফলমনোরথ হইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন।

সিপাহী মিউটিনির সময় একদা আগ্রায় যমুনার কিনারে স্থিত এক রাস্তা দিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ চলিতেছিলেন তখন যমুনায় গোরাদিগের জাহাজ ছিল। ঐ জাহাজ হইতে তাঁহাকে যমুনার কিনারায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক সাহেব বন্দুকের গুলি ছাড়িল; সেই গুলি তাঁহার গণ্ডদেশের এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তখন সেই সাহেব পুনরায় এক গুলি ছাড়িল; সেই গুলি তাঁহার গণ্ডদেশের অপর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। যখন পুনরায় গুলি করিবার নিমিত্ত ঐ সাহেব বন্দুক উত্তোলন করিল, তখন তিনি মনে মনে বলিলেন, "এ তো ছোড়েগা নেই দেখ্‌তে হেঁ এই বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাহেবের বন্দুক তাহার হাত হইতে খসিয়া যমুনা-গর্ভে পতিত হইল। তখন সাহেবেরা সকলে অতি চমৎকৃত হইয়া দলে দলে অনেক মেমের সহিত একত্রে তাঁহার নিকট আসিয়া মাথার টুপী খুলিয়া তাঁহাকে সেলাম করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতি আর কোন অনিষ্ট আচরণ করিল না।

একদা একস্থানে এক গ্রামে থাকিয়া তিনি পঞ্চধুনী তাপিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের লোক সকল তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধা, ভক্তি করিতে লাগিল। আর একটি সাধু তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল, সে তাহাতে এতই ঈর্ষান্বিতে হইতে লাগিল যে সে তাঁহার বধ সঙ্কল্প করিয়া, তিনি একদিন ধুনী তাপিতে পঞ্চধুনী মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যাননিমগ্ন হইলে, তাঁহার চারিদিকে প্রায় সহস্র কাণ্ডা এমনভাবে সাজাইয়া দিল যে সেই কাণ্ডার ঘেরা তাঁহার মস্তক হইতে উচ্চ হইয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে একেবারে লুক্কাইত করিয়া ফেলিল। পরে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সেই সাধুটি ঐ কাণ্ডার মধ্যে অগ্নিপ্রদান করিলে কাণ্ডা সকল অগ্নিতে এমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যে চারিদিকের কাণ্ডার অগ্নি একত্রে একটি মাত্র শিখায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই সাধুটি তখন সেই স্থান ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া গেল। পরে গ্রামের লোক সকলসেই স্থানে আগমন করিয়া এই অগ্নিশিখা দর্শন করিয়া ভাবিল যে ঐ অগ্নি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে অবশ্য দগ্ধীভূত করিয়াছে। পরে যথাসময়ে কাণ্ডা সকল জ্বলিয়া শেষ হইলে, শিখা নির্বাপিত হইল এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজেরও ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাঁহার শরীরের উপর অগ্নিদেব কিছুমাত্র কার্য করিলেন না। ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি কাণ্ডা-ভস্মরাশির মধ্যভাগ হইতে বহির্গত হইলেন গ্রামবাসী লোক সকল তাহা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিল। তখন তিনি গ্রামের সর্দারকে বলিলেন, "এখন হইতে আমি প্রতিদিন এক হাজার কাণ্ডার ভিতরে বসিয়া ধুনী তাপিব। তোমাকে এই পরিমাণ কাণ্ডা প্রতিদিন যোগাইতে হইবে।" সর্দার বলিল, "মহারাজ এত কাণ্ডা প্রতিদিন আমি কিরূপে যোগাইব?" তিনি বলিলেন, "তোমরা অদ্য কিরূপে এত কাণ্ডা দিয়াছিলে? আমাকে কি ভস্মীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে? দেখ, আমি এত কাণ্ডার মধ্যে অখণ্ড আছি। অগ্নিদেব কৃপা করিয়া আমার এক গাছি রোমও বিনষ্ট করেন নাই।" সর্দার বলিল, "মহারাজ আপনার সঙ্গের সেই সাধুটি এই কাণ্ডা আমাদের নিকট হইতে আনিয়াছে। এক সঙ্গে যে এই সমস্ত কাণ্ডা সাজাইয়া দিবে তাহা আমরা কখনও জানি না, অন্যান্য দিনের ন্যায় অল্প কাণ্ডাই দিবে মনে করিয়াছিলাম। সেই সাধুটি ঈর্ষাপরবশ হইয়া আপনার মৃত্যুসাধন করিবার নিমিত্ত এইরূপ করিয়াছে, নতুবা সে এখান হইতে তাহার জিনিস পত্র লইয়া এখন পলায়ন করিয়াছে কেন? তাহাকে ও তাহার জিনিস পত্র এখন এখানে দেখিতেছি নাকেন? আপনি আদেশ করুন, এখনই অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আমরা তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করি। তখন তিনি বলিলেন, "না, তোমাদের কিছু করিতে হইবে না। সে অন্যায় করিয়া

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

থাকিলে আপনা হইতেই দণ্ড পাইবে।" এই ঘটনার দিন দুই পরে পুলিশ তাহাকে অন্য এক অভিযোগে ধৃত করিয়া আনিল এবং ছয় মাসের জন্য তাহার কারাবাস আদেশ হইল। *

গ্রীষ্মকালে যেমন পঞ্চধুনী তাপিতেন শীতকালে তেমনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জলশয্যায় অবস্থিতি করিতেন। ভোর রাত্রিতে জলে যাইয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যাননিমগ্ন হইতেন; বেলা প্রায় ছয় দণ্ডের সময় তাঁহার সেবক সাধুগণ জল হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিতেন এবং তাঁহার শরীরে অগ্নির উত্তাপ লাগাইতে লাগাইতে তাঁহার বাহ্য চেতনা হইত।

এইরূপে তিনি নানাবিধ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেনএবং নানা তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। অবশেষে ব্রজধামে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তথায় নিয়ত বাস করিতে থাকেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সকল স্থান অপেক্ষা ব্রজমণ্ডলই তাঁহার নিকট অধিক প্রিয় বোধ হইয়াছিল এবং সাধুদিগের বাসোপযোগী এইরূপ অন্য কোনও স্থান তাঁহার লক্ষিত হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছিলেন "যে 'উত্তরাখণ্ড' ও তপস্যার নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান সত্য, কিন্তু সেখানে কন্দমূলের উপর আহারার্থ নির্ভর করিতে হয় এবং বর্ষার সময় কোন্ স্থানে কন্দ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা খুঁজিয়া দেখিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ আহারের চেষ্টা সেখানেও আছে। আমি ভাবিলাম ব্রজধামই ইহা অপেক্ষা ভাল। সেখানে আহারের নিমিত্ত এইরূপ সঞ্চয়ের চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সাধুর উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর আহার্য বস্তু সকল সময়েই তথায় সুলভ, অতএব আমি ব্রজেই থাকিব মনস্থ করিলাম।"

ভরতপুরে সয়লানির কুণ্ড নামক একটি কুণ্ড আছে। ব্রজধামে আসিয়া

---

* অগ্নি শরীরকে কেন দাহ করিল না এই কথা আমি জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিলেন, "ধুনী তাপিতে বসিয়া প্রথমে অগ্নি হইতে শরীর যাহাতে রক্ষা পায় সেই আত্মরক্ষার মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির উত্তাপ থামাইতে হয়। যাহাদের দেহ অগ্নি দ্বারা ক্লিষ্ট হয় তাহারা "কুযোগী", মন্ত্রবিৎ নহে জানিবে।"

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

স্থায়িরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঐ কুণ্ডের নিকটস্থ একটি স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে এইস্থানে তিনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং পূর্ণরূপে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার একটি গাথা আছে, তাহা নিয়ে লিখিত হইল :

রামদাস কো রাম মিলা সয়লানিকি কুণ্ডা।
সান্তন ত সচ্চিমানে ঝুঁটমানে গুণ্ডা।"

ভরতপুরে তিনি প্রথমে চেলা করিতে আরম্ভ করেন। তথাকার অতি সদ্বংশজ এবং অতি নিষ্ঠাবান একজন ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথমে তাঁহার পুত্রকে আনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চেলা করিয়া দেন। তিনি গরীবদাস নামে আখ্যাত ও প্রসিদ্ধ হন। তিনি বাল্যকাল হইতে দেহান্ত পর্যন্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে থাকিয়া অতি যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র এমন নির্মল এবং তিনি এইরূপ ত্যাগী অথচ প্রেমিক পুরুষ ছিলেন যে সাধু মাত্রই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতেন, এবং তাঁহার বিনম্র স্বভাব, ধৈর্যগুণ, গুরুর কার্যে সর্বপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সকলের প্রতি দয়া প্রভৃতি গুণের একবাক্যে প্রশংসা করিতেন। তাঁহার চেহারাই এমন প্রশান্ত ছিল, যে তাঁহাকে আমি প্রথম দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম যে তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ, যেন শান্তির সমুদ্র বিশেষ। তাঁহাকে দেখিলেই যেন চিত্ত প্রশান্ত হইত।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দ্বিতীয় চেলা শ্রীযুক্ত ভগবানদাস নামে আখ্যাত হন। তিনি কিছুদিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সাধন ভজন করিয়া বোম্বাইয়ের অতি নিকটবর্তী একস্থানে মহন্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেন। তিনিও এক্ষণে গত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তৃতীয় চেলার নাম শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাসজী। তিনি অতিশয় সুপণ্ডিত লোক ছিলেন এবং তীব্র বৈরাগ্য হেতু পরমহংসবৃত্তি

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অবলম্বন করিয়া ভারতের উত্তরখণ্ডে চলিয়া যান। তাঁহার সংবাদ আর পাওয়া যায় নাই।

ভরতপুরের অপর একজন নিষ্ঠাবান তপস্বী ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চতুর্থ চেলা। তাঁহার নাম নরোত্তম দাসজী। ইনি একদা এক কুয়া হইতে জল উঠাইতে গিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কমণ্ডলু কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তাড়নার ভয়ে তিনি পলায়ন করিয়া যান এবং পরে নিজে সাধন ভজন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক সাধু থাকিত এবং বৃহৎ জমাৎ সঙ্গে লইয়া তিনি সর্বদা বিচরণ করিতেন এবং মহন্তোচিত সম্মান সর্বদা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারও দেহান্ত হইয়াছে। নরোত্তমদাসজীকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি আপনার বালককালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে কোন সাধন করিতে দেখিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, "তখন তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার সাধন অবস্থা আমি দেখি নাই। আমি তাঁহার নিকট বাল্যকালে থাকিবার সময় কেবল একটি ক্রিয়া তিনি কখন কখন করিতেন দেখিয়াছি। মাসে একবার কি দুইবার কোনদিন গরীবদাসকে, কোন দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া একটি বৃহৎ গ্লাস লইয়া কোন না কোন জঙ্গলে যাইয়া ঐ গ্লাস উত্তম জলে পূর্ণ করিয়া আনিতে আমাদিগকে বলিতেন। ঐ গ্লাসে প্রায় আধ সের জল ধরিত। ঐ জল তিনি নিজের লিঙ্গের দ্বারা টানিয়া শুষিয়া লইতেন এবং খানিকক্ষণ পরে প্রস্রাবের ন্যায় পুনরায় তাহা গ্লাসে নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহার পূর্ব নির্দেশ অনুসারে আমরা যেমন আরতির সময় বাতি দেওয়া যায়, তদ্রূপ বাতি প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতাম; তিনি প্রস্রাবের ন্যায় পূর্ব প্রকারে গ্লাসে জল নিক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "ঐ বাতি জ্বালাইয়া ঐ জলে ধারণ করিয়া দেখ ইহা অবাধে জ্বলিতে থাকে কিনা।" আমরা তদ্রূপই করিতাম, এবং দেখিতাম যে এক গ্লাস ঘৃতের মধ্যে বাতি রাখিলে যেমন তাহা নিঃশব্দে জ্বলিতে থাকে, তাঁহার লিঙ্গনির্মুক্ত ঐ জলেও ঐ বাতি তদ্রূপই নিঃশব্দে স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকিত। বাতি ঐরূপ জ্বলিতেছে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দেখিয়া তিনি পুনরায় আসনে প্রত্যাগত হইতেন। এই একটি মাত্র ক্রিয়া আমি তাঁহার দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন অপর কোন ক্রিয়া আমি দেখি নাই।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রথম চারিজন চেলার নাম বলিয়াছি। তৎপরে বহু চেলা (অধিকাংশ বাঙ্গালী চেলা) হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে প্রায় সকলেই জীবিত আছেন। সুতরাং তাঁহাদের বিশেষ উল্লেখ এইস্থানে নিষ্প্রয়োজন। একজন বৃন্দাবনবাসী খ্যাতনামা চোরকেও তিনি পরে চেলা করিয়াছিলেন, কেবল তাহার কথা এবং আমার নিজের বিষয় পরে বিশেষরূপে উল্লেখ করা যাইবে।

তিনি একদা ভ্রমণ করিতে করিতে হাতরাস গিয়াছিলেন। তথাকার অতি ধনাঢ্য জমিদার অপুত্রক ছিলেন। তিনি অতি যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করেন এবং অবশেষে এই নিবেদন করেন যে, "মহারাজ, আমার পুত্র সন্তান হয় না। আপনি আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন যাহাতে আমার পুত্র সন্তান হয়।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "আচ্ছা; তুমি বৃন্দাবনে আমার জন্য এক ঠাকুর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিবে প্রতিজ্ঞা কর; তোমার পুত্র সন্তান জন্মিবে।" তখন সেই ধনী ব্যক্তি বলিলেন, "আমার পুত্র জন্মিলে আমি অবশ্য বৃন্দাবনে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "অদ্যাবধি বৎসরদিনের মধ্যে তোমার পুত্র হইবে, কিন্তু দেখিও যদি পরে মন্দির প্রস্তুত করিয়া না দাও তো তোমার পুত্র থাকিবে না। আমি এক বৎসর পরে এখানে আসিব।" তৎপরেই সেই ধনী ব্যক্তির স্ত্রী গর্ভধারণ করিলেন এবং নিয়মিত সময়ে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। বৎসরান্তে শ্রীযুক্ত বাবাজী-মহারাজ সেই জমিদারের নিকটে পুনরায় উপস্থিত হইলে, সে তাঁহাকে সৎকার করিল এবং পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল সত্য, কিন্তু বৃন্দাবনে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত হইল না; বলিল, "আমার এই বৃহৎ বাগানবাড়ী আছে, আমি এই স্থানে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব। আপনি এইখানেই অবস্থান করুন।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তুমি

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বৃন্দাবনে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে এক্ষণে পুত্রলাভে অহঙ্কৃত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা লঙঘন করিলে, অতএব অদ্যাবধি তৃতীয় দিবসে তোমার এই পুত্রের মৃত্যু হইবে। এই বলিয়া সেই ধনী ব্যক্তির গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনতিদূরে স্বীয় আসন স্থাপন করিলেন। বস্তুতঃ তৃতীয় দিবসেই সেই ধনীর পুত্রের মৃত্যু ঘটিল। তখন তাঁহার স্ত্রী অতিশয় আর্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসন সমীপে উপস্থিত হইল, এবং চরণপ্রান্তে ধরণীতে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "মহারাজ, আমার স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি নিঃসন্তান ছিলাম, আপনি কৃপা করিয়া সন্তান দিয়াছিলেন; আমার স্বামীর কুমতি হেতু আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছে তাহাতেই আমার সন্তান বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু আমি নিরপরাধা, আমার প্রতি আপনি কৃপা করুন। আমাকে যাহা আদেশ করিলেন তাহাই করিব।" এইরূপে আর্তনাদ করিতে থাকিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা তোমার এক পুত্র মরিয়াছে, আমার বাক্যে পুনরায় তোমার দুই পুত্র হইবে এবং বাঁচিয়া থাকিবে। আমি তোমাদের নিকট কিছু চাই না। কিন্তু সাধুর নিকট দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবনে আসিয়া প্রথমে কেমারবনে দাবানল কুণ্ডের উপরিস্থ আখড়ায় কিয়ৎদিবস বাস করিয়াছিলেন; অনেক সাধু তখন ঐ স্থানে বাস করিতেন। তিনি সেখানে থাকিয়া বড় বড় ডেগ সকল মাজিতেন, তিনি মণ চারি মণ কাষ্ঠ বন হইতে কাটিয়া মাথায় করিয়া আনিয়া সাধুদিগের সেবার নিমিত্ত দিতেন। এইরূপে কিছুদিন সেখানে থাকিয়া পরে যমুনাতীরে শ্রীগঙ্গাজীর কুঞ্জের গলির সম্মুখে যে ঘাট আছে সেই ঘাটের উপর এক বৃক্ষতলে আসন স্থাপন করিয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী তাঁহার সঙ্গে সর্বদা থাকিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

ঐ ঘাটে বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ নিত্য আসিয়া স্নান করিত। কোন কোন

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ব্রজবাসী মনে করিল এই ঘাটে অনেক স্ত্রীলোক সর্বদাই আসিয়া থাকে, এই সাধু এইখানে বসিয়া থাকেন, ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ইনি কেমন সাধু। এই সঙ্কল্প করিয়া একদিন গভীর অন্ধকার রজনীর মধ্যরাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে একজন যুবতী স্ত্রীলোককে তাহারা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আপন আসনে শয়ান আছেন, এমন সময়ে সেই স্ত্রীলোকটি নিঃশব্দে পদচালনা করিয়া তাঁহার আসনে গিয়া তদুপরি তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। শ্রীযুক্ত দাসজী প্রায় ২০ হাত দূরে স্বীয় আসনে তখন শয়ন করিতে ছিলেন। ঐ স্ত্রলোকটি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ঐরূপ জড়াইয়া ধরিলে, তিনি গরীবদাসজীকে ডাকিয়া বলিলেন, "গরীবদাস। হিঁয়া আয় দিবা জাগাকের দেখ্, হমরা আসনপর কোন্ আয় গিয়া।" তখন গরীবদাসজী উঠিয়া প্রদীপ জ্বালাইলেন, এবং ঐ স্ত্রলোককে তখন আসনের উপর দেখিতে পাইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তুমি কে, এমন সময়ে তুমি আমার আসনে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?" স্ত্রীলোকটি বলিল, "মহারাজ, আমি বড় কামার্তা হইয়াছি, এই নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি, আমি একজন বিধবা, আমার কেহ নাই।" তিনি বলিলেন, "তেরা কাম হওয়া তো কোই গৃহস্থিকো পাস চলা যা, হিঁয়া গৃহস্থি বহোত হ্যায়।" স্ত্রীলোক বলিল "মহারাজ' তোমার উপর হমরা মন বহোত চলা, তুমকো যব্সে হম দেখা, তব্সে তোমারি উপর হামরা মন চলনে লাগা; তুম্হি হমারি উপর কৃপা করো।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "গরীবদাস! তু হিঁয়াসে জেরা হট্ যা, হম্ এই রাঁড়কো সাধুকা কেরামত কুচ্ছ দেখায় দেয়েঙ্গেসাধুকা সাত রমণ কেয়সা হোতা হ্যায়; এক ঘন্টা ভরকা বিচমে ইস্কে জান হম্ খিঁচ লেয়েঙ্গে, যব ইস্কো মালুম পড়েগা সাধুকা সামর্থ কেয়সা হোতা হ্যায়।" এই বলিয়া ঐ স্ত্রীলোককে বলিলেন, অব্ আয় যা তু হমারা পাশ।" তখন স্ত্রীলোকটি অতিশয় ভীতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মহারাজ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার কোন দোষ নাই,

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ব্রজবাসিগণ তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি আমাকে ক্ষমা কর।" তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা চলা যা, ঔর সাধুকা পাশ ইসমাফিক কবহি নাহি যানা, সব সাধু বরাব্বর নহি হোতা হ্যায়, কোই যোগিরাজ বি হেয়।"

অপর এক দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একক ঐ ঘাটের উপর আসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় অতি রূপযৌবনসম্পন্না দুইটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, এবং কিছু ভেট তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাঁহার সমক্ষে বসিয়া হাবভাব ভঙ্গীযুক্ত হইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল; কিছুক্ষণ এইরূপে নানা কথা প্রসঙ্গে কাটাইয়া, অবশেষে হাসিতে হাসিতে একজন হঠাৎ তাঁহার...ধারণ করিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, "লে শালী...পাকড়লিয়া! ইস্‌মে কেয়া হেয়, হম ত কুচ্চ নহি দেখতে হেঁ; তেরা যেত্না মরজি হোয় তু ইস্‌কো আচ্ছি তরেছে দেখ্‌লে!" তখন সেই দুইটি স্ত্রীলোকই তাঁহার...ধরিয়া নানাপ্রকার টানাটানি করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন প্রকারে খাড়া হইল না, তাহারা তখন অপ্রস্তুত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

ইহার পরদিবস বৃন্দাবনের গৌতম ব্রাহ্মণ ছন্নুসিং (যিনি বড় পামওয়ান ছিলেন, এবং সর্বদাই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া গল্পসল্প করিতেন তিনি) আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বসিয়া গল্পসল্প করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও অতি বলবান পুরুষ ছিলেন এবং ব্রজবাসিদের সহিত সখা ভাব পোষণ করিতেন, সুতরাং তাহাদের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিয়া বয়স্যের ন্যায় ঠাট্টা চাতুরী প্রভৃতি করিতেন। ছন্নু সিং সেই দিন কথা কহিতে কহিতে বলিল, "বাবাজী, তোমার পালওয়ানী ও তাকত জানা গিয়াছে, তুমি পুরুষত্ববিহীন "না-মরদ," তোমার আবার পালওয়ানী কি?" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্বদিনের ঘটনা স্মরণ করিয়া তাহার বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে তুই আমাকে "না-

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মরদ" ঠাওরাইলি কিসে; দেখে লে তোর হইতেও আমার কড়া, তোর.....কখন এমন.....হইবে না।" এই বলিয়া তখনই বৃহৎ.....খুলিয়া তাহা লৌহের শিকের মতন কড়া করিয়া দেখাইলেন। তখন ছন্নু সিং এর ভ্রম দূর হইল এবং তিনি দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন, "বাবাজী! তুমি যথার্থ কামজিৎ পুরুষ, যুবতী স্ত্রীলোকেরা তোমার....করিতে পারিল না দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম তুমি পুরুষত্বহীন; কিন্তু অদ্য তোমার প্রভাবের পরিচয় পাইলাম; তুমি সাক্ষাৎ মহেশ্বর।"

একদিবস শ্রীযুক্ত ছন্নু সিং ব্রজবাসী শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীবৃন্দাবনের একজন বিখ্যাত চোর তাঁহাদের নিকট আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করিয়া গাঁজা খাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বসিল, এই ব্যক্তির নাম গোসাঞি, ব্রাহ্মণকুলে শ্রীবৃন্দাবনে ইহার জন্ম; এই ব্যক্তি ডাকাতদিগের দলের সর্দার ছিল, এবং নানাবিধ দুঃসাহসিক কর্মসকল সর্বদা করিয়া বেড়াইত। তাহাকে কেহ ধৃত করিতে পারিত না; অবশেষে গোরা পল্টন লইয়া, এক বনের মধ্যে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া এক সাহেব তাহাকে ধৃত করে; এবং সে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া দ্বীপান্তরে প্রেরিত হয়। এই চতুর্দশ বৎসর কারাবাস ভোগ করিয়া, সে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসে। কিন্তু চতুর্দশ বৎসর কারাবাস করাতেও তাহার চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। তাহার অত্যাচারে সকল লোকই ভীত হইয়া থাকিত। এই ব্যক্তি পূর্বোল্লিখিত গাঁজা খাইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকটে আসিয়া বসিলে, শ্রীযুক্ত ছন্নু সিং তাঁহাকে বলিলেন, "বাবাজী মহারাজ! আপনি এই চোরকে সংশোধন করিয়া দিন। এই চোর ব্রাহ্মণকুল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহার মত পাষণ্ড ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনে নাই। ইহার অত্যাচারে পল্লীর সকল লোকই সর্বদা ত্রাসযুক্ত থাকে। চতুর্দশ বর্ষকালে এই ব্যক্তি কারাবাস করিয়া আসিয়াছে, তথাপি ইহার কিছুমাত্র শিক্ষা হয় নাই। আপনি মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ;

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইহার অত্যাচার হইতে পল্লীবাসীকে মুক্ত করুন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গোসাঞিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কেমন গোসাঞি, তুমি সাধু হইবে? তোমার চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আমার চেলা হইবে?" তাঁহার এই কথাগুলি গোসাঞির হৃদয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় কার্য করিতে লাগিল। গোসাঞি কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অতি আর্তস্বরে বলিল, "মহারাজ! আমি এত কুকার্য সকল করিয়াছি যে লোকে তাহা করিতে পারে না, তথাপি কি তুমি আমাকে চেলা করিবে?" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমাকে চেলা করিব; তুমি এক্ষণেই বাজারে গিয়া একগাছি তুলসীর কণ্ঠী লইয়া আইস, আমি তোমার গলায় কণ্ঠী বাঁধিয়া দিয়া অদ্যই তোমাকে চেলা করিব।" গোসাঞি তখনই বাজারে যাইয়া কণ্ঠী লইয়া আসিল, এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শঙ্খবাদন করিয়া তাহার গলায় তুলসীর কণ্ঠী বাঁধিয়া তাহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সেই অবধি গোসাঞির চেহারা পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাহার চৌর্য্যবৃত্তি ও লোকের প্রতি অত্যাচারের স্পৃহা দূরীভূত হইল, এবং সে একজন অতি প্রেমিক প্রকৃতির দয়ার্দ্রচিত্ত সাধুরূপে পরিণত হইল। গোসাঞি যমুনার তটস্থ শ্রীবৃন্দাবনের এক নিভৃত বাগানে নিয়ত বাসস্থান স্থাপন করিল। তথায় থাকিয়া সাধারণতঃ সমস্ত দিন সে ভজন করিত; সন্ধ্যার পর একবার সহরে গিয়া, কোন দোকানের নিকট উপস্থিত হইত। দোকানীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পূর্বের ভীতির নিমিত্তই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক তাহার আহারের নিমিত্ত দুধ, পুরী প্রভৃতি প্রতিদিন জোগাইত। কখনও সাধুদিগের "জমাতে" গেলে আমোদ করিবার নিমিত্তই হউক, অথবা তাহার পূর্ব প্রবৃত্তি বশতঃই হউক, সে একজনের ঘটী অপরের নিকট, এবং অপরের ঘটী অপরের নিকট নির্জনে লইয়া রাখিয়া দিত। সকলেই জানিত যে গোসাঞিরই এই সকল কার্য; এবং তন্নিমিত্ত "চোর গোসাঞি" বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিত। গোসাঞি হাসিয়া হাসিয়া আপনার পূর্ব চৌর্যবৃত্তির এবং চতুর্দশ বৎসর কারাবাস বিষয়ক সুদীর্ঘ স্বরচিত গীত গান

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

করিয়া সকলকে আমোদিত করিত। এইরূপে মহাপাষণ্ড চোর, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রসাদে প্রেমিক সাধুরূপে পরিণত হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গঙ্গাজীর কুঞ্জে বাস

ঐ ঘাটের উপরে গাছতলায়ই লোক সকল আপনা হইতে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু জোগাইত। দুই টাকা তিন টাকা মূল্যের গাঁজা ও চরস নিত্য তাঁহার আসিত এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীও এইরূপেই জুটিত। এই সকল বৈভব দেখিয়া চোরেরা মনে করিতে লাগিল যে বাবাজীর অনেক টাকা সঞ্চিত আছে, সেই নিমিত্ত সময় সময় তাহারা রাত্রে আসিয়া তাঁহার উপদ্রব জন্মাইত। যাহারা রাত্রে চুরি করিত তাহারাই আবার দিনের বেলায় ভদ্রলোক সাজিয়া বেড়াইত। চোরদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বা অন্য জাতীয় লোক ছিল। তাহারাও অনেকে দিনের বেলায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসনের নিকটে আসিয়া বসিত, তামাক, গাঁজা খাইত এবং গল্পসল্প করিয়া যাইত। একদিন তিনজন এইরূপ ভদ্রবংশীয় বৃন্দাবনবাসী চোর প্রাতে তাঁহার নিকটা বসিয়া গল্পসল্প করিতে করিতে কথা প্রসঙ্গে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "বাবাজী এমন সেরের মত ভয়শূন্য হইয়া কথা কও, একদিন রাত্রে ভালরূপে তাহার প্রতিফল পাইবে। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তোমরা যে চোর বদমায়েস তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তোমরা এতই বদ্‌মায়েস তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তোমরা এতই বদ্‌মায়েস যে সাধুকে পর্যন্ত ধমকাইতে আরম্ভ করিয়াছ। আচ্ছা, আমি বলিতেছি, আজই তোমরা পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইবে।" চোরেরা বলিল, "আরে, রয়নেদে বাবাজী তেরা সিদ্ধাই; হাম্‌লোগো কো পাকড়েনেওয়ালা কোই নেই।" এই বলিয়া অবজ্ঞা পূর্বক চলিয়া গেল।

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কিন্তু ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই এক চুরির অভিযোগে পুলিশ আসিয়া ইহাদের তিনজনকেই গ্রেপ্তার করিয়া সেই দিবসেই আদালতে লইয়া গেল। তাহারা তিন জনেই জামিন দিয়া খালাস হইয়া আসিল এবং মোকদ্দমার জন্য তারিখ পড়িল। আদালত হইতে খালাস হইয়া এই তিনজনের মধ্যে দুইজন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাত জোড় করিয়া চরণে পতিত হইয়া বলিল, "মহারাজ, আমরা তোমার সন্তান সদৃশ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদিগকে পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে লইয়া গিয়াছিল, আমরা জামিন দিয়া খালাস হইয়া আসিয়াছি। তুমি কৃপা না করিলে আমরা অব্যাহতি পাইব না। তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমরা আর কখনও এইরূপ করিব না।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে আর কখনও সাধুদিগের উদ্বেগ জন্মাইবে না এবং চুরি করিবে না।" তাহারা বলিল, "না কখনই করিব না" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা যাও, তোমরা দুজন খালাস পাইবে।" তৎপর তাহারা দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেল। পরে মোকদ্দমার তারিখে তাহারা দুইজন খালাস পাইল এবং তৃতীয় ব্যক্তির চারি মাসের কারাদণ্ড হইল। সে আপীল করিল, কিন্তু আপীল অগ্রাহ্য হইল। তাহাকে লোহার বেড়ী পরাইয়া মথুরা হইতে বৃন্দাবনে যে সড়ক আসিয়াছে সেই সড়ক মেরামত করাইবার নিমিত্ত মাটিকাটার কার্যে নিযুক্ত করা হইল।

পরে একদিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মথুরার ঐ সড়ক দিয়া মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় সেই চোর ব্রাহ্মণটি মাটিকাটার কাজ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। সেও তাঁহাকে দর্শন করিয়া সড়কের উপরে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল; এবং কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহারাজ, আমি এইবার নির্দোষ ছিলাম, তথাপি তোমার অভিসম্পাতেই আমি এইরূপ কষ্টে পতিত হইয়াছি। আমরা ব্রজবাসী তোমার বালক সদৃশ, অবোধ। আমাকে কি এইরূপ কঠিন দণ্ড করা তোমার উচিত হইয়াছে?" তাহার কষ্ট দেখিয়া এবং

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তাহার কাতর উক্তিতে তিনি দয়ার্দ্র হইলেন, এবং বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি আর কখনও সাধুদিগের পীড়া জন্মাইও না। অদ্যাবধি তৃতীয় দিবসে তুমি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।" সে বলিল, মহারাজ, ইহা কিরূপে সম্ভব? আমার আপীল পর্যন্ত অগ্রাহ্য হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "আরে সান্তন কি বচনমে অব্‌বি তেরা বিশ্বাস নহি হোতা হ্যায়? হামারা বচন কব্‌হি ঝুঁট হোগা নহি।" ইহা শুনিয়া সে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল। তিনি চলিয়া আসিলেন। তৎপর তৃতীয় দিবসে সরকার হইতে হুকুম আসিল যে প্রত্যেক জেল হইতে তিনজন কয়েদী মুক্ত করিয়া দিবে। সেই হুকুম অনুসারে ঐ ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিল, এবং বৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল।

শ্রীবৃন্দাবনে একবার কুম্ভের মেলা উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সমবেত সাধুগণ কর্তৃক ব্রজধামের মহন্ত পদে অভিষিক্ত হইলেন। সাধু সকল অনেকেই গাঁজা ও চরসের ধূম পান করিয়া থাকেন, ব্রজবাসীও অনেকে গাঁজা ও চরস খান। কজন গৌতম ব্রজবাসী সাধুদিগের বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হইতে এক বৃহৎ চিলম প্রস্তুত করাইয়া আনিয়া সেই চিলমে সওয়া সের চরস একসঙ্গে সাজিল। চরস সাজিবার নিয়ম এই যে প্রথমে কলিকার মধ্যে তামাক সাজিতে হয়, সেই সাজা তামাকের মধ্যস্থানে চরস গোলা রাখিতে হয়, তাহার উপরে পুনরায় তামাক এক স্তর রাখিতে হয়, তদুপরি জ্বলন্ত কয়লার গুঁড়ো রাখিয়া সেই চিলম মুখে টানিয়া তাহার ধূম পান করিতে হয়। খুব জোরের সহিত টানিলে ঐ প্রথম স্তরের তামাক জ্বলিয়া চরসে খুব অগ্নির তাপ লাগে এবং তখন চরস ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তখন চিলমের উপর প্রজ্বলিত শিখা দৃষ্ট হয়। ইহাকে চরস উড়ান বলে। সওয়া সের চরসের গোলা এক সঙ্গে এক কলিকায় সাজিতে হইলে অন্ততঃ সওয়া সের তামাক (গুড় মাখান কাটা তামাক) লাগে। এইরূপে সওয়া সের চরস এক বৃহৎ চিলমে সাজিয়া এত লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া তাগা এক গাছের ডালে

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সেই ব্রজবাসী ঝুলাইয়া দিল এবং সকলকে আহ্বান করিয়া বলিল, "যাহার সামর্থ্য থাকে সে আসিয়া এই চরস চিলিম উড়াও।" অনেক লোক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই ঐ চিলিম হইতে ধূম পর্যন্ত বাহির করিতে সমর্থ হইল না। পরে অনেক সাধু একত্র হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ! এক ব্রজবাসী সওয়া সের সুল্‌ফা (চরস) এক চিলমে ভরিয়া বলিতেছে কোন সাধুর সামর্থ্য হইলে ইহা উড়াও। আমরা সকলেই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কেহ ইহার ধূম পর্যন্ত বাহির করিতে পারিলাম না। আপনি যদি সাধুদিগের নাম রক্ষা করেন তবেই মান থাকে।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যাইতেছি।" তখন গরীবদাসজীকে সঙ্গে করিয়া যে স্থানে চিলম ঝুলিতেছিল সেই স্থানে গিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা গরীবদাস, প্রথমে ইহার ধূম বাহির কর।" তখন গরীবদাসজী প্রথমে খুব জোরের সহিত চিলম টানিলেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ ধূম নির্গত হইল, কিন্তু চিলম "উড়িল" না। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজেই গিয়া এমন বেগে চিলম আকর্ষণ করিলেন যে সমস্ত চরস একেবারে ধশ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার শিখা গাছের উপর পর্যন্ত চড়িয়া গেল। তখন সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং ঐ ব্রজবাসীও প্রসন্ন হইয়া ভেট দ্বারা তাঁহার পূজা করিল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ধূমপান শক্তির বিষয়ে আর একটি কীর্তি বর্ণনা করিতেছি। একবার শ্রীযুক্ত গরীবদাজীকে সঙ্গে লইয়া ভরতপুর হইতে প্রায় দুই সের সুল্‌ফা সঙ্গে করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনের দিকে আসিতেছিলেন। ব্রিটিশ রাজ্যে এত সুল্‌ফা রাখা আইন বিরুদ্ধ। পুলিশ তাঁহাকে লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সাহেব বলিলেন, "তুম এতনা সুল্‌ফা লে যাতে ক্যায়সা? বিক্রী করোগে? তিনি বলিলেন "হ্যম্‌ ইস্‌কো তো একদিন দুদিনমে পিয়াতে হেঁ।" সাহেব বলিল, "এতনা সুল্‌ফা দুরোজমে পিয়াতে হো! আচ্ছা হাম্‌কো দেখাও।" তখন তিনি গরীবদাসজীকে আধ আধ পোয়া করিয়া সুল্‌ফা চিলনে ভরিতে বলিলেন, এবং সাহেব ও

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মেমের সাক্ষাতে এমন করিয়া চিলম টানিতে লাগিলেন যে ভেক্ ভেক্ করিয়া চিলমের উপর অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে লাগিল। তখন মেম সাহেব ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সাহেবকে বলিলেন—ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" সাহেব বলিল—"আচ্ছা সীতা পাদ্রী তোম্‌কে চরস্‌কা তাম্রপত্র দে দেঙ্গে। আউর কোই তুম্‌কো পাক্‌ড়েগা নেই।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"হামকো তাম্রপত্র নেহি চাহিয়ে। কোই পাকড়েগা তো ফের এয়সা পিকে দেখায় দেয়েঙ্গে।" তখন সাহেব ও মেম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুম যাও।"

একবার উজ্জয়িনীর কুম্ভের মেলার কয়েকদিন পূর্বেই অনেক সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী ছিলেন এবং তাঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল। উজ্জয়িনীর রাজা তাঁহার বিভূতি দেখিয়া তাঁহার চেলা হইলেন, এবং সন্ন্যাসীদল খুব উৎসাহ ও হর্ষযুক্ত হইয়া কুম্ভের মেলার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন, এবং সাধুদলকে আর ঐ মেলায় স্থান দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সাধু সকল যথাসময়ে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিতে দিলেন না; তাঁহারা মেলার বাহিরে একত্রিত হইলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীদের সংখ্যা তদপেক্ষাও অধিক ছিল এবং রাজার আনুকূল্য লাভ করিয়া তাহারা অতিশয় দর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের অবধারিত স্থান অধিকার করিতে সাধুরা সাহসী হইলেন না। মেলার স্থানে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সমস্ত সাধু একত্রে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজের মহন্তের প্রত্যেক কুম্ভের মেলায় উপস্থিত হইবার নিয়ম আছে। তদনুসারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কয়েকজন সাধু সমভিব্যাহারে তৎকালে উজ্জয়িনী অভিমুখে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে পূর্বোক্ত বৃহৎ সাধুদলের সহিত তাঁহার মিলন হইল। তিনি অপর মহন্তদিগকে বলিলেন, "তোমরা মেলা হইতে ফিরিয়া যাইতেছ কেন? এখনও ত মেলার তিথি উপস্থিত হয় নাই?

© সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত